নূপুর

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

নূপুর

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রণীত।

মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

প্রকাশক
চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জী এণ্ড কোং লিমিটেড,
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা।



বিদ্যোদয় প্রেস।
প্রিণ্টার—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
৮/২ নং কাশীঘোষের লেন, কলিকাতা

উৎসর্গ।

পরম পূজনীয়

বৈষ্ণবকবি শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের

শ্রীশ্রীচরণে।

আমি আপনার গ্রামবাসী ও প্রতিবেশী, আপনি ঠাকুরের শ্রীপদে নূপুর হইতে সাধ করিয়াছিলেন, আমিও আপনার শ্রীচরণে এই নূপুর পরাইতে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি। আপনার প্রিয় গ্রামের ক্ষুদ্র কবির ভক্তি অর্ঘ্য বলিয়া, আশা করি, এ অকিঞ্চিৎকর দানও গ্রহণ করিবেন।

কোগ্রাম
১০ই আষাঢ়
১৩২৭।

আশ্রিত
শ্রীকুমুদরঞ্জন।

সূচীপত্র।



শুভা ।

-*-

সরলা বালিকা শুভা নাম তার
ভিখারিণী মার সনে,
কাশীর প্রান্তে পর্ণ কুটীরে
যাপে দিন নিরজনে ।
প্রতি দিন প্রাতে ভিক্ষায় যায়
নয় বছরের মেয়ে
লোকে দান করে গঙ্গার ঘাটে,
দেখে বালা চেয়ে চেয়ে ।

মনে হয় তারও করিবারে দান
কি করিবে দান খেপী,
ভাবিয়া না পায় ভাবে কত দিন
প্রহর রজনী ব্যাপি।
বহুদিন পর এক শুভ দিনে
দ্বিগুণ চাউল পেয়ে,
মুখ ভরা হাসি জননীর কাছে
কুটীরে আসিল ধেয়ে।
জননী তাহার আছিল পীড়িত
দারুণ বেদনা শিরে।
নিজে আজ শুভা করি' রন্ধন,
খাওয়াইল জননীরে।
না করি আহার অবোধ বালিকা
সরা ভরা ভাত ল'য়ে
মাতারে লুকায়ে বাহিরিল পথে
পুলকে অধীরা হ'য়ে।

* * * *

আজি কাশীধামে মহা উৎসব
বরদার মহারাণী,
দিয়াছেন আসি অন্নসত্র,
ছুটিছে অযুত প্রাণী
অতিথি ভিখারী কত সারি সারি
রাজ পথে চ'লে যায়
শুভার আহা সে সরা ভরা ভাত
কেহ নাহি ল'তে চায়।
ভ্রমি পথে পথে ভাত গুলি তার
কেহ লইল না দেখি,
মনোদুখে বালা ভাবিতে লাগিল
ম্লান অবনতমুখী।
'ভিখারিণী ব'লে আমার নিকটে
কেহ পাতিল না হাত,
দিতে এসে কি গো ফিরে নিয়ে যাব
মোর এক সরা ভাত।'
ফিরিল বালিকা বিষাদিত মনে
আসি কুটীরের কাছে,
দেখিল দুয়ারে ভিখারী জনেক,
ম্রিয়মাণ ব'সে আছে।

বলিল ভিখারা 'আছি উপবাসী
'দাও দাও কৃপা ক'রে
মোর হাতে তুলি এই ভাত গুলি
অন্নপূর্ণা মোরে।'
বালিকার আহা ধরে না পুলক
হাসি হাসি কহে কথা,
হ্যাঁগা এত লোক গিয়াছে যেখানে
তুমি যাও নাই সেথা ?
শুনিলাম পথে কত সন্দেশ
পরমান্ন যে কত,
খেতেছে নিয়ত অন্নসত্রে
আজি লোক শত শত।
বুড়া বলে ওগো সবে যেথা যায়
আমি ভিড়ে নাহি যাই,
সকলেই পায় তাহাদের কাছে
আমি কিছু নাহি পাই।
হইয়াছি বুড়া না টানিলে কেহ
যাইব কেমন ক'রে,
পথ ভুলে এই পথে ব'সে আছি
দাও ভাতগুলি মোরে।

উল্লাসে বালা কম্পিত করে
সরা আনি ধীরি ধীরি,
নামাইয়া দিল বৃদ্ধের হাতে
বুড়া বলে হরি হরি।
এমন অন্ন পাইনি কখনো
ঘুরিয়া হয়েছি সারা
আমারে কে আর দিবে গো অন্ন
অন্নপূর্ণা ছাড়া।
চ'লে গেল বুড়া বালিকা দেখিল
হইয়াছে দেরী পথে,
বকিবে জননী এই ভয়ে ধীরে
ফিরে গেল কুটীরেতে।
আট কড়কড়ে ভাতগুলি খেয়ে
যে সুখ লভিল আসি,
ইন্দিরা কভু লভেনি সে সুখ
ভুঞ্জিয়া সুধা রাশি।
দেব মন্দিরে পরদিন প্রাতে
দেবতার অতি কাছে,
পরিচারকেরা 'জুঠা' সরা এক
দেখিল পড়িয়া আছে।

প্রধান পাণ্ডা প্রভাত স্বপনে
দেখিছেন পাতি' হাত
বিশ্বেশ্বর বালিকার কাছে
লইছেন মাগি ভাত।
স্নান করি প্রাতে মন্দিরে আসি
শুনি এই বিবরণ,
দরদর ধারে অশ্রু গড়ায়
বিস্মিত হয়ে র'ন।
ফোঁটা ফোঁটা জল মুকুতার মত
পড়ে দুগণ্ড বাহি',
বলে বম্ বম্ বিশ্বেশ্বর
অন্নপূর্ণা মায়ি।
এসেছিল শুভা প্রণমিতে দেবে
তারে নিজ কোলে টানি.
বলেন পাণ্ডা স্বপনে দেখেছি
এই সেই মুখ খানি।
হে ভিখারী শিব ভকত বাঞ্ছা
মন্দিরে রাখি সরা,
এতদিন পরে হাতে হাতে প্রভু
আজিকে পড়িলে ধরা।

ব্রজদাস ২

কালাপাহাড়ের কাল অভিযানে
আজি ব্রজপুর ধ্বস্ত,
দেবতা ফেলিয়া পাণ্ডার দল
ছুটিয়া পলায় ত্রস্ত।
সারা ব্রজধামে দীন ব্রজদাস
মন্দিরে একা করিতেছে বাস,
দেবতা সমুখে বসিয়া রয়েছে
কুসুমাঞ্জলিহস্ত।

২

দেবমন্দির সুরভিত আজি
ভুরু ভুরু ধূপ গন্ধে।
প্রভাত আরতি করি ব্রজদাস
প্রাণ ভরি পদ বন্দে
ভক্ত আজিকে একি রে বিভল
টস্ টস্ করি পড়ে আঁখিজল,
তৃষিত ভ্রমর পান করে যেন
শ্রীমুখের মকরন্দে।

৩

সাজায়ে সাজায়ে খেদ নাহি মিটে
আবার সাজায় ভক্ত
শিশুকাল হ'তে রাধারমণের
সে যে চির অনুরক্ত
হাতের বাঁশীটী করি দেয় বাঁকা
হেলাইয়া দেয় ময়ূরের পাখা,
বাঞ্ছিত চির চরণে বুলায়
করবীপরাগালক্ত।

৪

অঙ্গনে ওই ঢুকিল সৈন্য
করেতে করাল দণ্ড
উপাড়ি' ফেলিছে তুলসীর মূল
করিছে লণ্ড ভণ্ড।
পূজায় মগন ধীর ব্রজদাস
বুঝিনে বহে না বহে নিশ্বাস,
প্রেম আঁখিনীরে ভাসিয়া যেতেছে
পাণ্ডু যুগল গণ্ড।

৫

মন্দির দ্বারে দাঁড়ায়ে 'পাহাড়'
হাঁকিয়া বলিল তূর্ণ
বুকেতে তাহার ভীম বিদ্বেষ
নয়ন রোষেতে ঘূর্ণ।
চাহিয়া বারেক ব্রজদাস পানে
বলিল 'মির্জ্জা রহ এই খানে
পূজাশেষে এই পাষাণ ছবিটা
পদাঘাতে ক'রো চূর্ণ।'

৬

প্রহরের পর প্রহর কাটিল
হয় না যে পূজা ভঙ্গ,
সাধক আজিকে লভিয়াছে বুঝি
চির আরাধ্য সঙ্গ।
চাহিয়া চাহিয়া দেখি সেনাপতি
মনে মনে হায় করিল যে নতি,
পরাণে তাহার কি ব্যথা জাগিল
পুলকিত হ'ল অঙ্গ।

৭

ফিরিয়া আসিল সে কালাপাহাড়
সাথে সেই সেনা বর্গ,
রোষ কষায়িত নয়ন সাবর
করেতে তুলিছে খড়গ।
দেখি পূজারিরে স্থির নিশ্চল
কঠোর নয়ন হ'ল ছল ছল,
বুঝিল ভক্ত জীবন তাহার
দেবেরে দিয়েছে অর্ঘ্য।

৮

মির্জ্জার পানে চাহিয়া দেখিল
সেও যে সংজ্ঞা শূন্য
কালাপাহাড়ের পাষাণ হৃদয়
বারেক হইল ক্ষুণ্ণ।
বলে বিচিত্র চিত্র যে হেতা
চিনিতে নারিনু কোন্‌টী দেবতা
বুঝিতে পারিনে দেবতা নরের
কাহার অধিক পুণ্য।'

৯

আমি ত জানিনে দেবতা কোথাও
রক্ষা [illegible] ছে ভক্তে,
ভক্ত দেবেরে অমর ক'রেছে
আপন বক্ষ রক্তে।
এসেছে দেবতা আজি মন্দিরে
যেতেছি ফিরিয়া পদ বন্দিরে'
সাধু মির্জ্জারে চল লয়ে চল
শোয়াইয়া হেম তক্তে।

খুদরুনদীঘি ।

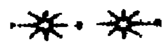
যদি কভু এই পথে এসো তুমি হে পথিক
খুদরুন দীঘি যেন দেখো,
শ্যামল মণ্ডপ যেন আছে এক বট গাছ
তলে তার কিছু খণ থেকো ।
কি সুন্দর উচ্চ পাড় স্নিগ্ধ কাক-চক্ষু জল
আছে প্রায় আধক্রোশ জুড়ি',
পদ্মফুলে ঢাকা বুক, সুরভিত সমীরণ
কত পাখী ডাকে ঘুরি ফিরি ।
কেহ বলে বুড়ী এক খুদ খেয়ে দিন যাপি
দিল এ বিশাল দীঘি খান,
কেহ বলে এক রাতে বিশ্বকর্ম্মা দিল গড়ি
কেহ বলে নবাবের দান ।

বলে এই বট তরু কামরূপ হতে
চলন্তি মন্ত্রেতে এল হেথা,
সেই সব ডাকিনীরা এখনও বাস করে
রজনীতে শুনা যায় কথা।
হয়ত একটী রাতে উড়িয়া যাইবে গাছ
এই ভয়ে রাখালেরা হায়,
শিকড়ের চারিদিকে ছোট ছোট গোঁজ পুঁতি
দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে যায়।
মোর পরিচিত এক আছে থুরথুরে বুড়ী
দেয়াসিনী রক্ষাকালিকার,
বছরে পূজার দিন আজও ঠিক নিয়মিত
দুইবার ভর হয় যার।
সে বলিল জানো বাবা এখানে ছিল না দীঘি
ছিল নাক গাছ পালা কোনো,
ছিল না নিকটে গ্রাম তিয়াসার বিন্দু বারি
কেমনে হইল তাহা শোনো।
বামুনের মেয়ে এক যেতেছিল স্বামী সনে
ছেলে কোলে এই পথ দিয়ে
বাসনা তাদের মনে 'যাজি গ্রামে' থাকি কাল
গঙ্গা না'বে কাটোয়ায় গিয়ে।

তখন বোশেখ মাস　　　　　উঠেছে দারুণ রোদ
কাঁদে ছেলে জল জল করে,
নিকটেতে গ্রাম নাই　　　　　পিপাসায় ছাতি ফাটে
কোথায় যাইবে বল দোড়ে।
দেখিতে দেখিতে আহা　　　　　শাকমূর্ত্তি হল ছেলে
মুখেতে সরেনা তার কথা,
মাতা পিতা আঁখি নীরে　　　　　ভাসায় তাহার মুখ
মাঝ মাঠ জল পাবে কোথা ?
জল জল' করি ছেলে　　　　　বুঝিরে মিলায়ে যায়
কাঠ-ফাটা রোদ আহা মরি,
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী তবে　　　　　যোগাসনে বসিলেন
বাঁচাবেন তনয়ে কি করি।
স্থির পুতলির মত　　　　　অচল অটল দোঁহে
স্বর্গ পানে বদ্ধ আঁখি তারা,
জননীর স্তনে লগ্ন　　　　　শিশুর পাটল ওষ্ঠ
সকলেই যেন সংজ্ঞা হারা।
সঞ্চিত ব্রহ্মণ্য তেজ　　　　　মায়ের অগাধ স্নেহ
এক সাথে করিলেন দান,
পিতা হ'ল ছায়াময়　　　　　সুশীতল বট তরু
জননী হইল দীঘি খান।

পুত্র হ'ল শতদল শোভে নীরে ঢলঢল
সাধ্য কার মূল দেয় টুটি,
নিতুই পূজার লাগি রাশি রাশি লয়ে যায়
নিতুই তেমনি উঠে ফুটি।
সে ছেলে কোথায় গেছে যুগ যুগ কত ছেলে
সেই স্নেহনীর করে পান,
অক্ষয় বিটপী যেন ব্রাহ্মণের পদছায়া
তাপিতে আশ্রয় করে দান।

জন্মান্তরে।



বড় জমিদার ধনী ব্রাহ্মণ ঘরে

স্বরূপ যুবক গালেতে হয়েছে ক্ষত,

যায় না কিছুতে বরষ বরষ ধরে

দেখে ডাক্তার কবিরাজ কত শত।

সবাই বলিছে 'বড় অদ্ভুত ঘা'

এত তদ্বিরে কিছুতে যেতেছে না;

বাড়ে না কমে না আছে সেই এক মত

বুঝিতে পারিনে একি অদ্ভুত ক্ষত।

(২)

সে যে দেবতায় মানত করিল কত
'মাদুলী' 'তাগায়' ভরিয়া উঠিল হাত,
করি উপবাস গ্রহ যাগ আদি যত
পূজিল শিবেরে জাগিয়া সারাটী রাত।
শুকাল না তবু সেই নিদারুণ ঘা,
নিঠুর বিধি একবার ফিরে চা',
নিবারো বেদনা, দয়াল জগন্নাথ
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকে সে দিবস রাত।

(৩)

তীর্থে তীর্থে ভ্রমিল সে বহুদিন,
বহু চিকিৎসা বহু ঔষধ করে,
অবশেষে ম্লান ভাবি ভাবি তনু ক্ষীণ
'ধন্না' দিলেক আসি তারকেশ্বরে।
দুই দিন পর, নিশি শেষে কার মুখ।
দেখি ব্রাহ্মণ কাঁদি চাপড়ায় বুক।
সঙ্গীরা তারে রাখিতে পারে না ধরে,
দর দর ধারে, আঁখিজল পড়ে ঝরে।

(৪)

দেবের আদেশ, গত জন্মেতে আমি
জননীর গালে মারিয়াছিলাম চড়,
সে বিষম পাপ ক্ষমেনি জগৎস্বামী
মায়ের কৃপায় পড়েনি খসিয়া কর।
ঠাকুর বলিল "যাবে না যাবে না যা,
পাপের শাস্তি তোর ও গালের ঘা,
এ জনম ধরি ফল ভোগ তার কর"
ভয়ে বিস্ময়ে লুটায়ে করিনু গড়।

(৫)

স্বপনে জড়ায়ে ধরিনু মায়ের পা
হৃদয় মাঝারে জাগিল দারুণ শোক,
মা গো আমার গত জন্মের মা
তবু যে তোমার করুণা বিভল চোক
রহিল মরমে বড়ই বেদনা ওমা
এ জনমে আর চাহিতে দিলে না ক্ষমা,
রহুক এ ক্ষত, দেখুক দেশের লোক,
অকৃতি তনয়, কৃত কর্ম্মের ভোগ।

জুয়ারী।



কেশগুলি তার শুভ্র হয়েছে
নাহি আর দেহে বল,
তারার মতন উজ্জ্বল আঁখি
আজি ম্লান ছল ছল।
বিসূচিকা দিল উজারি ভবন
যেখানে যে ছিল খুঁজি,
কন্যার এক বালিকাকন্যা
এখন তাহার পুঁজি।

ভাঙ্গা সে বিজন ভবনের মত
হৃদয়খানি ও তার,
বুকের ফাটাল ধরিয়া উঠিছে
মমতাটী বালিকার।
অতীতের দেনা উস্থল হয়েছে
রাঙা দাগ টানা প্রাণে,
ভবিষ্যতের জবর দাবী যে
দারুণ বেদনা হানে।
সব খোয়াইয়া ছিল বুড়া ভাল
এক পেয়ে সব গোল,
ভাঙ্গা দেউলের দেবতার কাণে
নব অভিষেক রোল।
থাকে বালিকাটী ঠাকুরদাদার
সম বয়সীর মত,
দুই জনে মিলে ভাগাভাগি করে
করে গৃহ কাজ যত।
কভু বালিকারে কোলে লয়ে বুড়া
আঁখি জলে দেয় চুমা,
নিশায় কাঁদিলে বলে 'রাণী হবি'
ঘুমা দিদি তুই ঘুমা।

মনে মনে তার প্রবল ধারণা
প্রচুর অর্থ জিনে
যেমনে হউক রাণীর লাগিয়া
জমিদারী দিবে কিনে।
স্ফূর্ত্তি খেলার সংবাদ পেলে
পাঠাইয়া দেয় টাকা,
জুয়া খেলিবারে দূর গ্রামে যায়
গভীর নিশিথে একা।
হাসি হাসি মুখে চাহে যবে রাণী
বুড়ার মুখের পানে,
বিগত তাহার হীরা জহরৎ
সব যেন ফিরে আনে।
যবে সে বুড়ার গলাটী জড়ায়ে
চুপি চুপি কথা কহে,
মরুভূমি দিয়া যেন রে শীতল
মৌসুমি বায়ু বহে।
স্ফূর্ত্তি খেলার ঋণ দিন দিন
সুদে সুদে গেল বাড়ি',
শেষ আশ্রয় ভাঙ্গা বাড়ী খান
কাল দিতে হবে ছাড়ি।

হাসি আলোহীন আঁধার ভবন
কিছুই ছিল না সুখ,
তবু বিষাদের ছোট মেঘ খানি
ঢাকিল রাণীর বুক,
জানালার পাশে পেয়ারার গাছ
মেঠো কুমড়ার লতা,
পুকুরে যাবার সরু বাঁকা পথ
সবারি মুখেতে কথা।
বুড়া উদাসীন কভু আনমনে
আকাশের পানে চায়,
দেখে মেঘগুলি কোথা থেকে এসে
কোন দিকে উড়ে যায়।
কভু ধীর মনে দেয়ালের গায়ে
দেখে পিপীলিকা সারি,
ডিমগুলো লয়ে কোথায় যেতেছে
ভাবনাটা যেন তারি।
কভু বলে যেথা রাজা মোর আছে
সেই দিকে যেতে হবে,
শুধু মিছামিছি কেন চিরদিন
ঘুরিয়া মরিব ভবে।

ভোরে ভোরে উঠি চলে দুইজনে,
আট বছরের মেয়ে
দুকুরে বসিল, তরুর তলায়
রৌদ্র দারুণ পেয়ে।
ঘামে ভেজা মুখ আবার চলেছে
পড়েছে তখন বেলা,
দীঘির পাড়েতে বড় বট গাছে
বসেছে কাকের মেলা।
ডাকি ডাকি বক উড়ে যায় মেঘে
রাণী বলে ক্ষীণ স্বরে,
দাদা ওরা সব ফিরিয়া যেতেছে
গাছে উহাদের ঘরে?
বুড়ারে ধরিয়া চলে খোঁড়াইয়া
দেখিয়া কৃষক বধূ।
ঘোমটাটী তার আধেক তুলিয়া
আস্তে বলিল শুধু—
শোণো ওগো খুঁকু অনেক হেঁটেছ
পায়েতে লেগেছে ভারী,
রহিবে গা চল দুইজনে আজ
চল আমাদের বাড়ী।

সাথে সাথে তার চলে দুইজনে
কৃষক গৃহিণী আসি,
বলে 'ও মা এ যে পদ্ম করবী—
একি গো মিষ্টি হাসি।
গরম জলেতে পা দুটী ধোয়ায়ে
তেল দিয়া দিল পায়ে,
যতন করিয়া মিটিছেনা আশা
ধরিয়া রাখিতে চাহে।
বিদায়ের কালে ক্ষীর দিয়া বধূ
বলে চুপে রাণু খেয়ো,
এই পথে বোন এসো যদি কভু
দেখা দিয়ে যেন যেয়ো।
হাতটী ধরিয়া বালিকা চলেছে
বুড়া সাথে কথা কয়ে,
সুকৃতি যেনরে চপল মনেরে
সুপথে যেতেছে লয়ে।
বহু বহু দেশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া
বহু নদ নদী পারে,
আজিকে দুজনে আসিয়া দাঁড়াল
রাজার সিংহ দ্বারে।

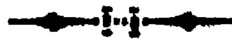
কে তুমি ? যখন দ্বারবান বলে
বুড়া বলে কথা সাদা,
তুমি দ্বারোয়ান চেননা আমারে
আমি যে রাণীর দাদা।
রাজা ও ছিলেন দূরে দাঁড়াইয়া
ভদ্র অতিথি হেরি,
প্রবেশ করিতে দিলেন হুকুম
তিলেক না করি দেরী।
শ্রান্ত চরণা বালিকারে দেখি
পরম আদর স্নেহে,
বলিলেন দোঁহে থাক দুইদিন
আমাদের এই গৃহে।
বুড়া বলে শুধু দুই দিন কেন
আর কোথা যাব ছাড়ি,
বহু খুঁজে খুঁজে এসেছি হেতায়
এই ত দিদির বাড়ী।
বুঝিলেন রাজা বহুব্যথা পেয়ে
হয়েছে খারাপ মন,
সান্ত্বনা আর শুশ্রূষা তার
কিছুদিন প্রয়োজন।

গোপনে মহিষী হেরি বালিকারে
অন্দরে ডাকি তাঁর,
মুখ মুছাইয়া কত কথা কন
কোলে লন বারবার।
নয়নে তাঁহার রাণীর মূরতি
এতই লেগেছে ভাল,
বলেন এ যার বধূ হবে তার
রূপে গুণে ঘর আলো।
রাজার বাড়ীতে বুড়ার কাহিনী
সদাই সবার মুখে
সম্ভ্রমে সবে উঠিয়া দাঁড়ায়
হাসি চেপে রাখি বুকে।
হাতের হুঁকাটী খেতে খেতে সবে
লুকাইয়া রাখে পাছে,
কেমনে এমন বেয়াদবি করে
রাণীর দাদার কাছে।
রাজা হাসি হাসি বৃদ্ধেরে ডাকি
পরিচয় তার লন,
বলেন হাসিয়া স্বজাতি আপনি
কুলেতেও খাটো নন।

সত্যই যদি নাতিনীরে তব
করিতে চাহেন রাণী,
কতগুলি টাকা যৌতুক পাবে
বলুন তাহাই শুনি।
বৃদ্ধ বলিল বেশী কোথা পাব
সে দিন আমার নাই,
লক্ষ টাকার যৌতুক দিব
করিয়াছি মনে তাই।
হাসি হাসি রাজা বলিলেন বেশ
তাহাতেই খুব হবে
আজ হতে আমি রাজকুমারের
খোঁজ করে ফিরি তবে।
আট বছরের বালিকার সাথে
মহা সমারোহ করি,
তের বছরের কুমারের বিয়ে
রাণী ত দিলেন ধরি।
হেরিয়া যুগল পারিজাত কলি
মোহিত যে রাজা রাণী
বুড়া আনন্দে দেখে আর কাঁদে
মুখেতে সরে না বাণী।

পর দিন প্রাতে গালাশীল করা
নূতন ধরণ খামে
কোথা হতে এক দরকারী চিঠি
আসিল বুড়ার নামে,
বোম্বায়ে সেই সূর্ত্তি খেলায়
পাঠাইয়া ছিল টাকা,
এবার তাহার সুফল ফলেছে
যায়নি নেহাৎ ফাঁকা।
লক্ষ মুদ্রা জিনিয়াছে বুড়া
সত্য হয়েছে বাণী,
স্তম্ভিত শুনি গৃহ পরিজন
বিস্মিত রাজা রাণী।
হাসি, হাত ধরি বলিল বৃদ্ধ
ওরে ভাই বধূবর,
বিধাতার দেওয়া এই যৌতুক
বৃদ্ধ দিতেছে ধর।
আমি ত জুয়ায় হারায়েছি সব
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে মেলা,
আজি যা পেলাম সে কেবল সেই
বড় জুয়ারীর খেলা।

ব্যতিক্রম ।



খৃষ্টমাসের বন্ধ, ভরা ম্যালেরিয়ায় দেশ
এক ভাড়াতে যাওয়া আসা সুবিধাও বেশ ।
মা বলেছেন গ্রামে যেতে, নাইক তাঁহার জ্ঞান
বৈদ্যবিহীন গ্রামে যাওয়া হস্তে করে প্রাণ ।
মাঝে মাঝে কাস্‌ছে খোঁকা নভেম্বরটা ভোর
সন্ধ্যাকালে চক্ষু জ্বলে শরীর খারাপ ওঁর ।
এ সময়ে দেশে মোদের হবেই না ত যাওয়া
স্বাস্থ্যকর ও উপকারী শুনছি কাশীর হাওয়া ।

অধিকন্তু দর্শন পাব অন্নপূর্ণা মার,
তীর্থ করা উচিত, ক্রমে বয়স হল আর।
সুখে পত্নী পুত্র লয়ে এলেন কাশীধাম,
মায়ের দেশে মাকে মনে পড়ছে অবিরাম।
বলেন খরচ অধিক নহে, মস্ত মোদের বাসা
উচিত ছিল বৃদ্ধ মাকে সঙ্গে লয়ে আসা।
পত্নী বলেন বুদ্ধি তোমার দেখছি বটে ভারী
একলা আমি ঝঞ্ঝাট তাঁর সামলাতে কি পারি ?
দুই জনেতে 'অশ্বমেধে'র ঘাটেই করে স্নান
বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা দর্শনেতে যান।
অঞ্জলি দেন প্রণাম করেন, দেখেন চারি ধার,
মনটা বাবুর কেমন কেমন, প্রাণটা যেন ভার।
আনন্দেতে ঠাকুর দেখি, এলেন যবে ফিরে
স্বামীর তখন বদন মলিন, ভাসছে আখি নীরে।
বলেন আমি দেখতে পেলাম মন্দিরেতে হায়,
শুষ্ক ভাত ও খড়ের রাশি দেবীর বেদিকায়।
দেবতা কোথায় দেবতা কোথায় দেখাও আমায় রে
বলতে আমি, কাণে কাণে বললে যেন কে !
মাতারে তুই দিসনে খেতে, গোধন উপবাসী
পাপিষ্ঠ তুই কোন সাহসে এলি আমার কাশী।

শুনে অবাক পত্নী তাঁরও নয়ন ছলছল,
চিন্তিত ও কাতর স্মরি স্বামীর অমঙ্গল।
রাত প্রভাতে ভোরে উঠেই ভক্তি ভরা বুকে,
রওনা হলেন মায়ের লাগি গ্রামের অভিমুখে।

সন্ন্যাসিনী ঃ



প্রাণেশ বালার দেশান্তরী সয় সে ব্যথা সঙ্গোপনে
নয় ক মৃত, সন্ন্যাসী সে প্রেমামৃতের অন্বেষণে।
নাইক খবর দ্বাদশ বরষ, করছে বরষ বঞ্চনা কি,
দেবতা পতিব্রতার কথা একেবারেই শুনছে নাকি ?

(২)

উঠলো কথা আর পাবে না পরতে সিঁদুর শঙ্খ শাড়ী
এয়োতের এই চিহ্নটুকু প্রাণের অধিক অঙ্গনারি।
ভাঙ্গবে 'লোহা' পড়লো শোণ টিকটিকী ওই স্বমুখ ছাদে
বল্লে বালা আমার স্বামী অমর দেবের আশীর্ব্বাদে।

(৩)

ভৈরবীদের বেশটী পরে বেরয় না আর ঘরটী থেকে,
মা যে হেরি মর্ম্মাহত শীর্ণা কনক বল্লরীকে ;
পূজে পতির কাষ্ঠ পাদুক, রাখে সিঁথির সিঁদূর লেপি,
প্রথম প্রেমের পত্র পড়ি হাসে আপন মনেই খেপি ।

(৪)

পঞ্চ বরষ কাটলো আরও, আর পেলে না প্রেমাস্পদে,
কাজ কি তাহার বিফল জীবন ভর্ত্তৃ বিহীন এ সম্পদে !
বদ্রী বিশাল, কেদার কঠিন, মূর্ত্তি তুষার অমরনাথে
দেখলে বালা রুক্ষকেশে রুক্ষবেশে মায়ের সাথে ।

(৫)

গঙ্গোত্রীতে স্নান করিতে সন্ন্যাসী এক জিজ্ঞাসিল
অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা এ, কোন্ গুরুতে তোমায় দিল ?
হস্তে তোমার শঙ্খ লোহা, সঙ্গে তোমার নেইক স্বামী,
বৃথায় কঠিন তীর্থে এলে হয়ে বিপুল পুণ্যকামী ।

(৬)

বলেন বালা হে সন্ন্যাসী সত্য কথা কবই কব
যোগের বলে তোমরা জানি করতে পার অসম্ভবও
আমার স্বামী সন্ন্যাসী যে, তাই সেজেছি সন্ন্যাসিনী,
ধ্যানের দেশে আপনি এসে পূর্ণ ফলই দেবেন তিনি ।

(৭)

সন্ন্যাসীবর পুণ্য করে করলে পরশ বধূর পাণি,
যুগান্তেরি সাত পাকেরি সেই সে শুভদৃষ্টিখানি।
চিনতে পেরে শিউরে বালা পড়লো তাহার চরণতলে
মিশলো মিলন নেত্র সলিল গঙ্গোওরী তীর্থ জলে।

চটি জুতা।



গাঁয়ের মাঝে মহেশ কোটাল সত্য ছিল বড়ই পাজি,
জমিদারের বেগার দিতে একেবারেই নয় সে রাজি।
অতি দরাজ বুকের পাটা, লোহার মত শরীরখানা,
চোখ দুটাতে আগুণ ছোটে, ভ্রূ দুখানা বেজায় টানা।
যমের মতন পাইক দুজন রাজার হুকুম জানায় তারে,
মহেশ ভোরেই হাজির হল প্রণাম করে প্রভুর দ্বারে।
বলেন বাবু—কোটাল বেটার বাড় হয়েছে দেখছি বড়
আমায় তুমি বেগার দিতে নিত্য নূতন ওজর কর।
বেরোও তুমি গাঁ হতে মোর বেটা সবার অধিক পাজি
জমিদারের বেগার দিতে হাস্যমুখে হস্‌নে রাজি।

মহেশ বলে হুজুর তোমার এত চাকর বাকর তবু
হাল্‌খানা মোর কামাই করে বেগার কেন চাইছ প্রভু।
কাঁন্দতে কেহ নাইক আমার, গাঁটা না হয় ছেড়েই যাব,
অনেক দেশে, অনেক গাঁয়ে, এমন মনিব অনেক পাব।
বচন শুনে অধিক রেগে জুতাটা পা হতেই খুলে,
মেলেন বাবু লাগলো গিয়ে বাবড়ি বাঁধা তাহার চুলে।
মহেশ কেবল বল্লে কাঁদি—মনিব বলে রক্ষা পেলে,
এর প্রতিকার করব আমি যাবে না এ দুঃখ মলে।
বাবড়ি চুলে জড়িয়ে যাওয়া চটি জুতায় মাথায় করে
মহেশ কোটাল পালিয়ে গেল সেই দিনে সে গ্রামটা ছেড়ে।
কোথায় গেছে বিশটা বরষ বাবু যাবেন বৃন্দাবনে,
পত্নী এবং নাতনী তাঁহার শুনবে নাক যাবেই সনে।
রেল ত তখন হয়নি দেশে, হবেই যেতে নৌকা যোগে,
ভরসা নাইত ফিরবে কি না দস্যু না হয় মারবে রোগে।
কাটোয়াতে শাখাইঘাটে প্রণাম করে গঙ্গামায়ি
হর্ষে সকল যাত্রী লয়ে, চললো মাঝি নৌকা বাহি।
দশ বার দিন কাটলো সুখে ঝড়টা বড় উঠলো আজি
ফেলছে নোঙর পুঁতছে খুঁটা সামাল সামাল ডাকছে মাঝি
বিপদ আসে বিপদ নিয়ে বোম্বেটে ছিপ আসছে ছুটে
যাত্রীদেরে মারবে প্রাণে লবে সকল অর্থ লুটে।

মাঝিরা সব ভাগের ভাগী পলায় ছুটে নৌকা ছেড়ে
বোম্বেটেরা নৌকা লুটে কতক মেরে কতক কেড়ে।
জমিদারের হস্ত বাঁধি, টাকার ছোট বাক্স সনে,
তুললে লয়ে ছিপের পরে হঠাৎ কি হায় ভাবলে মনে।
দস্যুদিগের কর্ত্তা যিনি কণ্ঠে তাহার অক্ষ মালা,
পরণে তাঁর পট্টবসন, দুই বাহুতে স্বর্ণবালা।
তারার মতন চক্ষু দুটা, অধরে তাঁর মিষ্ট হাসি,
সম্মুখেতে দস্যু সেনা, পার্শ্বে প্রচুর অর্থরাশি।
ইঙ্গিতে তাঁর জমিদারের মুক্ত হল বাঁধন গুলা,
আসন ত্যজি দস্যুপতি নিলেন আসি পায়ের ধূলা।
জমিদার ত ভাবছে মনে কখন পড়ে গলায় ফাঁসি
ক্ষণে ক্ষণে দস্যুদলের উঠছে বিকট অট্টহাসি।
হুকুম দিলেন দস্যুপতি নৌকা উঁহার দাওগে ছেড়ে,
এক্ষণি সব দাওগে ফিরে, আন্‌লে যে সব দ্রব্য কেড়ে।
ব্রাহ্মণ উনি গুরুর গুরু সম্মানেতে না হয় ত্রুটী
আশীষ করুণ হে দ্বিজবর প্রণাম আমি জানাই কোটী।
ভাবেন বাবু পড়নু আজি কোন মায়াবীর ইন্দ্রজালে
দস্যু এমন শিষ্টমতি মিলতো শুনি সত্যকালে।
বলেন কাঁদি হে মহারাজ নও ত তুমি দস্যুপতি
এ মহত্ত্ব সেই দেখাবে সদয় যাঁরে বিশ্বপতি।

কোন জনমের বন্ধু ছিলে আপন ছিলে আপন চেয়ে
বলতে কথা আটকে গেল, অশ্রু এলো চক্ষু ছেয়ে।
কৃতাঞ্জলি দস্যুপতি প্রণমি তাঁর চরণতলে
মাগেন ক্ষমা কাতরভাবে, দেখেই অবাক দস্যুদলে।
ক্ষমা করুন হুজুর মোরে কেবল চরণ পরশ পেতে
পথের মাঝে এমনি করে হ'ল খানিক কষ্ট দিতে।
খুলে মাথার পাগড়ীখানি ছিন্ন চটি বাহির করে
বল্লে দেখুন আশীষ তব রেখেছি এই মাথায় ধরে।
প্রভুর চরণ পরশপূত এ জুতা মোর মাথার মণি,
প্রজা আমি জমিদারের যা পেয়েছি তাতেই ধনী।
জমিদার ত চিনতে পেরে মূর্চ্ছা হয়ে পড়েন লুটি
দেখেন জাগি নৌকা নিজ, নেয়নি কোনই দ্রব্য লুটি।
শুদ্ধ বায়ু, ফরসা আকাশ, নাচছে তরী জলের তালে
ছিপের রেখা যাচ্ছে দেখা চক্রবালের অন্তরালে।

অগ্রদানীর ছেলে

চূর্ণ বালি ছাড়া কঙ্কাল সার
জঞ্জালে ভরা বাড়ী,
ঘন জঙ্গলে ঘেরা চারিধার
দেখিলে চিনিতে নারি।
সতত তাহার রুদ্ধ দুয়ার
কেহ নাই মনে হয়,
দিনে ধূম আর রাতে আলো ক্ষীণ
বসতির পরিচয়।
শিশু ছেলে লয়ে হোতা থাকে এক
কৃপণ অগ্রদানী,
পত্নী তাহার দুবছর আগে
ধরা ত্যজিয়াছে জানি।

এমনি পাষাণ যখন তখন
নিজ কাজে যায় চলে,
বিজন পুরীতে একাকী ফেলিয়া
দশ বছরের ছেলে।
ফুটফুটে ছোট ছেলেটী তাহার
মুখেতে মমতা মাখা,
যেন লৌহের স্তম্ভের গায়ে
কনক কুসুম আঁকা।
তনয় এমনি পিতার বাধ্য
যাবে না বাহিরে আর,
রহে জীবন্ত মণি মরকত
রুধি ভাণ্ডার দ্বার।
পিতা চলে গেলে বালক একাকী
দেখে আনমনে বসি,
গাছে থলো থলো আমগুলি যেন
পড়িবারে চায় খসি।
দেখে গাছ ভরে ফলিয়া রয়েছে
শ্যাম নারিকেল কাঁন্ধি,
স্নেহের সলিল অপরের লাগি
বুকেতে রেখেছে বাঁধি।

অশথের গাছে নব কিসলয়
অরুণাভ কচি পাতা,
কবে ছায়া দান করিতে পারিবে
তারি যেন ব্যাকুলতা।
দেখিয়া দেখিয়া ভরে উঠে আহা
ছোট বালকের বুক,
ভাবে মনে মনে অজ্ঞাতে যেন
র অতুল সুখ।
সন্ধ্যায় পিতা ডাকে নাম ধরি
যেমন দুয়ারে আসি,
ঝটিতি বালক খুলে দেয় দ্বার
মুখেতে ধরেনা হাসি।
পরদিন গৃহে রাখি তনয়েরে
পিতা চলে যায় প্রাতে,
বৎসর যায় সুখস্মৃতি রাখি
পুরাণো পাঁজির পাতে।
বালক বিকালে চেয়ে চেয়ে দেখে
উদার আকাশখান,
দেখে সে কেমনে মুমূর্ষু রবি
করে হিরণ্য দান।

সন্ধ্যায় দেখে ধনী শশধর
রজতে ডুবায় ধরা,
দেখে নীরদের দান সাগরেতে
কতই বিনয় ভরা।
দেখিয়া দেখিয়া নবীন ব্যথায়
ভরে উঠে তার বুক,
ভাবে মনে মনে লওয়া চেয়ে হায়
দেওয়ায় অনেক সুখ।
বহুদিন পরে কৃপণ জনক
মরণ আগত জানি,
বলিতে লাগিল তনয়ে ডাকিয়া
শিয়রের কাছে আনি।
সত্যই বাছা দানে বহু সুখ
তব করে আজি তাই,
ভাণ্ডার ভরা অতুল অর্থ
আজ দেখ দিয়ে যাই।
এত কৃপণতা এত যে কষ্ট
সকলি সফল লাগে,
তব চাঁদ মুখ হবে না যে ম্লান
কভু দারিদ্র্য দাগে।

পিতার বিয়োগে অমিত অর্থ
আসিল যুবার করে,
নিরজনে তারে প্রকৃতি গড়েছে
ঘন অনুরাগ ভরে।
সে বছর হল অন্ন অভাব
এ সারা বাঙ্গালা জুড়ি,
আহার অভাবে পথে পথে মরে
ছেলে মেয়ে বুড়া বুড়ী।
অনশন ক্ষীণ তনয়ের মুখ
চাহিয়া মরিল মাতা,
বড় বড় হায় জমিদার গৃহে
দুবেলা পড়ে না পাতা।
তখন দয়ালু স্বভাব দুলাল
অগ্রদানীর ছেলে,
দুহাতে তাহার ভাণ্ডার দিল
গরিবের তরে ঢেলে।
খুলি দিল শত অন্নসত্র
প্রচুর পান্থশালা,
আপনি খাইত দীনেদের সাথে
এক সনে পাতি থালা।

কষ্টার্জ্জিত অর্থ পিতার
দীনহীনে দিল বাঁটি,
চতুর যাহারা বলিল এ বেটা
একেবারে হল মাটী।
শুনি সব কথা নদীয়ার রাজা
কৃষ্ণচন্দ্র রায়,
চাহিলেন ডাকি উপাধি ভূষণে
ভূষিত করিতে তায়।
নিষেধ করিল বিনয়ে যুবক
জুড়িয়া যুগল পাণি,
পরের দানেতে আমরা পালিত
পতিত অগ্রদানী।
আমরা নিলাম দুই কর পাতি
সমাজের দান আগে,
সার্থক প্রাণ আজ যদি তাহা
গরিবের কাজে লাগে।
আসন হইতে নামিয়া তখন
কোলাকুলি করি রাজা,
বলেন জীবন সার্থক মম
সার্থক তুমি প্রজা।

চৌদ্দ পুরুষ আগে দান লয়ে
পতিত যদিই হলে,
ব্রাহ্মণ চেয়ে ব্রাহ্মণ তুমি
আজি এ দানের বলে।
আজ হতে তুমি দানীর অগ্র
নহ হে অগ্রদানী,
কপিলের শাপ ঘুচাইলে তুমি
প্রেমের গঙ্গা আনি।

অচেনা ছেলে :

-।-।-

ষাট বছরের বৃদ্ধ জনেক মাল্‌দা জেলা হতে
ছিল দিনেক এই গাঁয়েতে আসি,
লোকটা বোধ হয় মাথা খারাপ, গ্রামের পথে পথে
ফির্‌তো মেখে কেবল ধূলারাশি।
গ্রামটী ঘুরে বিকেল বেলা জমিদারের বাড়ী
বল্‌লে আমি ভিক্ষা কিছু চাই,
অন্য কারো হস্তে আমি ভিক্ষা নিতে নারি
দেন যদি নিই সৌদামিনী মাই।
সৌদামিনী জমিদারের কন্যা আদরিণী
সোহাগ করে সবাই ডাকে 'সদু,
রূপে গুণে সবার সেরা গ্রামের গরবিণী
হয়েছে সে রাজার বাড়ীর বধূ।

অনেক ওজর আপত্তিতে চাকর বাকর তারে
দুয়ার হতে ফিরিয়ে দিতে চায়,
শুনে 'সন্থ' চাউল লয়ে আপনি আসি' দ্বারে
নিজের কাছে আনলে ডেকে তায়।
দেখে বুড়া ব্যাকুল হয়ে বসলো কাছে গিয়ে
মিনতি হায় করলে কত শত,
রুক্ষ সাদা কেশগুলি তার চরণ তলে দিয়ে
উঠলো কেঁদে ছোট ছেলের মত।
বালিকারে বললে মাগো অনেক খুঁজে পেতে
সাধুর কৃপায় পেলাম তোমার দেখা,
তোমার লাগি বিশটী বরষ কাঁদছি দিনে রেতে
পালিয়ে এলে আমায় ফেলে একা।
ভুললে তুমি ঘরটী তোমার, হাতের রোপা গাছে
ঘরের পূবে সেই তুলসীতল,
ভাবছি আমি মাগো আমার কেমন করে আছে
দেখছে নাকি কাতর আঁখিজল।
এই দেখ মা চিনবে না কি তোমার যপের মালা
বক্ষে করি ফিরছি দেশে দেশ,
হেতায় ধনীর গৃহে আসি ভুললে সকল জ্বালা
নেই কি মাগো, নেই কি মায়া লেশ।

গিন্নি ডাকি বলেন তবে "আয়লো সতু আয়"
কাজ কি বাপু ও সব কথা বলে
ছলছলিয়ে চেয়ে বুড়া ছেলের মত হায়
ভিক্ না নিয়ে কোথায় গেল চলে।
'সতু' সেদিন অসুখ বলে আর খেলেনা ভাত
অচিন সুতের বাজলো ব্যথা বুঝি,
চোখের জলে ভিজলো বালিস কাঁদলো সারা রাত
প্রাতে বুড়ার খোঁজ পেলেনা খুঁজি।
কদিন পরেই 'সতুর' আহা হল বিষম জ্বর
চায়না সে যে চায়না আখি মেলে,
বিকারেতে বলছে—আমি যাবই যাব ঘর
আমার লাগি কাঁদছে আমার ছেলে।"

চতুর ওঝা ।



বললে ওঝা এ ভুত আমি
পারবনা ক ছাড়াতে
সাধ্যও নাই ইচ্ছাও নাই তাড়াতে।
সে যে দিবস রাত্রি জাগি
ভাবতো কেবল মায়ের লাগি,
পারলেনা ক মরণ কালে
সেই ভাবনা এড়াতে।
অতৃপ্তি তার থাকতে দূরে
বেড়াচ্ছে এই ঘরেই ঘুরে
দেখছি তারে মলিন মুখে
মায়ের কাছে দাঁড়াতে।
পারব না ভুত ছাড়াতে।

৪

মা যে আছে একলা ঘরে
কে বা তাহার যতন করে,
মুক্ত দেহ পড়লো আবার
মায়ার মোহ কারাতে
তোমরা যদি আপন জ্ঞানে
চাও দুখিনী মায়ের পানে,
সেই দিনে সে শান্তি পাবে
আসবে না আর ধরাতে।
পারব না ভুত ছাড়াতে।
নইলে যেদিন বাঁচবে বুড়ী
লক্ষ্মীছাড়া আসবে ঘুরি',
মায়ের লাগি হয় ত তারে
মোক্ষ হবে হারাতে,
মানবে না সে মন্ত্র কোণো
গঙ্গা, গয়া, বলছি শোন
ঘটবে নূতন নূতন বিপদ
এই তোমাদের পাড়াতে
পারব না গো, পারব না ভুত ছাড়াতে।

গণৎকার।



ও গণক, চাল্ দিব, দেখে যাও আমাদের হাত,
ডাকিল গোয়ালা বধু, দ্বারে দাঁড়াইয়া স্বামী সাথ।
চেননা ওদিগে তুমি ? ও পাড়ায় উহাদের ঘর,
ওই দেখ, দেখা যায়, 'তরুলতা' চালের উপর।
উহাদেরি আছে সেই পোষমানা কোকিলটী খাসা,
ছোট খাঁচা, খোলা দোর, তবু রয়, একি ভালবাসা!
ওদেরি কুকুর 'ভরো' লোক দেখে কট্‌মট্ চায়,
বিড়াল কুকুর কারও সাধ্য নাই ও বাড়ীতে যায়।
ওই কোকিলারে বধূ, খেতে দেয় নিজে দুধ ভাত,
কুকুর পাহারা দেয়, কোকিলটা ডাকে দিনরাত।
চল যাই দুইজনে একবার আসি গিয়া শুনে,
গণক কি বলে যায়, উহাদের হাত দেখে গুণে।

গণক বধূর হাত এক দৃষ্টে নিরখি আবার
ডাকিল বারেক কাছে কর্ম্মরত স্বামীরে তাহার।
হস্তখানি লয়ে তার, পাখীপানে পড়িল নয়ন,
কুকুর ধুঁকিছে কাছে, খাঁচাতলে করিয়া শয়ন।
গণক বিষণ্ণ মুখে, কতক্ষণ পর বলে তবে,
মা লক্ষ্মী আজিকে থাক, বলিতে অনেক দের হবে।
বিপদশঙ্কিতা বধূ ম্লানমুখে আগ্রহে সুধান,
হ্যাগা বাপু বল ! বল। হবে না ত ওর অকল্যাণ ?
থাকুক হাতের লোহা, হে ঠাকুর কর বর দান.
অসম্মান করিব না, এনে দিই চাল গুয়া পান।
গণক হাসিয়া বলে, নাহি মা, নাহি মা তোর ভয়,
সিন্দূর উজ্জ্বল তোর, শাঁখা তোর হইবে অক্ষয়।

ছাড়িবে না ! তবে শোন, গত জন্ম কথা বলি আজ
তুমি ছিলে রাজরাণী, এই গোপ ছিল মহারাজ।
রূপ বৈভবের গর্ব্বে বুক ভরি ছিল অহঙ্কার,
বোঝনি দীনের ব্যথা, ব্যথিতের বেদনা অপার।
প্রিয় সে গায়িকা তব পিঞ্জরের মাঝে হের ওই
বিমূঢ় প্রণয়ী তার ও কুকুর, সে বিলাস কই ?

আমি সে ভিখারী কুঞ্জ দাঁড়ানু পাতিয়া দুটী কর,
হেলায় তাড়ায়ে দিল, তোমাদের দারুণ কিঙ্কর।
গায়িকা ঘৃণার ভরে, হাসিয়া মারিল ফুল ছুড়ি
রোষে অভিমানে আমি অভিশাপ দিনু কর জুড়ি।
কেমনে যে পড়ে গেল ঝুলি হতে ভিক্ষালব্ধ চাল,
কাঁদিলাম ধিক্কারিয়া, ধিক্ বিধি, ধিক এ কপাল।

তারপর এই জন্ম, সহিবারে দৈন্যের পীড়ন.
দরিদ্রের গৃহে আসি পল্লীগ্রামে জন্মেছ দুজন।
ভুলিতে পারেনি মায়া, গায়িকা এসেছে হয়ে পিক,
কপট প্রণয়ী তার এই সেই সারমেয় ঠিক।
আমি দিয়া অভিশাপ, হারালেম সব পুণ্যফল,
গণক হইয়া ফিরি, ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া সম্বল।
হারা চাল্ নিতে হায় কর্ম্মফলে ঘুরিতেছি দেশ,
আজ হেতা দেখা হল, একত্রে সবার সমাবেশ।
দাও মা চাউল দাও, হও মুক্ত, কর মা উদ্ধার,
বার বার ধরা গায় আসিতে হয় না যেন আর।
কথা শুনি, চাল দিয়া, ফেলে বালা নয়নের লোর,
আমরা ভাবিনু হাসি, এ গণক পাকা জুয়াচোর।

শ্রীধর ।

সন্ন্যাসী সাজি' শ্রীধর যেতেছে
বদ্রীনাথের পথে,
আমাদের সেই সঙ্গী শ্রীধর
চিনিবে না কোন মতে ।
পাঠশালে তার ছিল হাত টান
দৃষ্টিও ছিল খর,
'নষ্টচন্দ্রে' কত ফল মূল
গোপনে করিত জড় ।
একদা তাহার মরেছিল যবে
পোষমানা শুক পাখী
ছুদিন শ্রীধর কেঁদে ফিরেছিল
বনে বনে তারে ডাকি ।

পালিত যতনে বিড়াল কুকুর
পশু পাখী নানা জাতি,
জানিনে ত মোরা কবে হতে হ'ল
সাধু ফকিরের সাথী।
ছাড়ি 'যশীমঠ' চলেছে শ্রীধর
প্রাণভরা অনুরাগে,
পরশ পাথরে গঠিত ঠাকুর
বারবার মনে জাগে।
আসিয়া শ্রীধামে মন্দিরে যবে
প্রবেশে হৃষ্টমতি
দৃষ্টি পড়িল দেবতা গলার
মুক্তামালার প্রতি।
স্তিমিত আলোকে হেরিয়া সে হার
কুভাব জাগিল মনে,
শ্রীমুখ দেখিয়া কি এক বেদনা
বাজিল মরম কোণে।
দুদিনের পর বিদায়ের দিনে
হস্তে ধরিয়া থালা
'রাওল' ঠাকুর আসিলেন লয়ে
সেই সে মুক্তামালা।

বলিলেন তিনি জড়ায়ে আদরে
শ্রীধরের দুটী পাণি,
'বদরীনাথের' পরম ভক্ত
আপনি তাহা কি জানি
দেবের আদেশে দেবের এ মালা
উপহার দিনু করে,
শুনিয়া শ্রীধর কাঁপিয়া উঠিল
বিস্ময়ে লাজে ডরে।
কম্পিত করে মুকুতার মালা
গ্রহণ করিল যবে,
পদধূলি নিতে করে কাড়াকাড়ি,
সাধু সন্ন্যাসী সবে।
ছলছল চোখে চলিছে শ্রীধর
প্রতি পদে পদ টুটে,
যতনে তাহারে ধরে লয়ে যায়
গাঢ়োয়ালী এক মুটে।
নিজের দীনতা ভাবিয়া শ্রীধর
পারে না রোধিতে বারি,
লাগিতেছে আজ মুক্তার মালা
পাষাণের চেয়ে ভারী।

এমনি হরির অহেতু করুণা
প্রেমের এমনি যাদু,
কয়লা গলিয়া হীরা হয়ে যায়
তস্করও হয় সাধু।
শ্রীধর এখন মুছি আঁখিনীর
বলিল ‘রে মন তবে,
এখন হইতে যার মালা তার
সন্ধান নিতে হবে।’
সংসার ছাড়ি এ মণির মালা
কি করিবি তুই নিয়ে,
দেখা হলে পর তাহারে চাহিবি,
তার ধন ফিরে দিয়ে।
বরষের পর, শ্রীধর চলেছে
বন পথ দিয়া ধীরে,
গঙ্গোত্রীর বারি চড়াইতে
রামেশ্বরের শিরে।
দেখিল পথেতে সঙ্গী জনেক
পতিত নকুলে তুলি,
ক্ষত দেহে তার বুলাইছে হাত
যতনে ঝারিছে ধুলি,

তাপিত ওষ্ঠ ভিজায়ে দিতেছে
কমণ্ডলুর নীরে,
রুগ্ন তনয়ে কাঁধে লয়ে যেন
জনক চলেছে ধীরে।
কিছু দূরে গিয়া দেখে পড়ে আছে
ডানাভাঙ্গা এক পাখী,
সন্ন্যাসী তারে কোলে তুলে নিল
নকুলে ঝোলাতে রাখি,
মুখে দেয় জল, বুকে চেপে ধরে
মুখ পানে চেয়ে কাঁদে,
ভাঙ্গাপাখা তার উত্তরী ছিঁড়ি
সরু সূতা দিয়া বাঁধে।
শ্রীধরেরও আহা ছল ছল আঁখি
চাহি পাখিটীর পানে,
জানিনা সে পোষা শুকের কাহিনী
জেগেছিল কিনা প্রাণে!
পথের পাশেই সাধুর আবাস
শ্রীধরে ডাকিল সেথা,
বাজিতে লাগিল শ্রীধরের প্রাণে
সুদূরের কোন ব্যথা।

দেখিল সেখানে পদ ভাঙ্গা গাভী
যণ্ড মহিষ জরা,
'পিঁজরাপোল' কি আশ্রম উহা
যায় না কিছুতে ধরা।
সজল নয়নে শ্রীধর বলিল
ওহে সন্ন্যাসী ভায়া,
সংসার দিয়ে পশুশালা নিলে
এমনি দারুণ মায়া ?
সন্ন্যাসী বলে কি করি ঠাকুর
বাঁধন নাহি যে টুটে,
নীরব বেদনা আমার পরাণে
সাধনা হইয়া ফুটে।
জীবের মাঝারে দেবতা পেয়েছি
বলিতে পারিনে ভয়ে,
আমার চোখে যে এক হয়ে গেছে
শিবালয় সেবালয়ে।
শুনিয়া শ্রীধর বলিল তাহারে
হাসি করুণার হাসি,
কাহার লাগিয়া হেতা পড়ে রবে
কাহার লাগিয়া আসি।

সন্ন্যাসী বলে মায়াজালে আমি
জড়ায়ে পড়েছি অতি,
এক কাজ তুমি করো দেখি সখা
দয়া করে মোর প্রতি।
'হৃষীকেশ' যে'তে কুড়ায়ে পেয়েছি
একটী মুকুতা আমি,
জানিনে কাহার, মরি খুঁজে খুঁজে
জানে অন্তরযামী।
শুনেছি কাহার মালা হতে তাহা
অজ্ঞাতে গেছে খসি,
রামেশ্বরেতে যাবে সেই সাধু
তারি লাগি আছি বসি।
ধর বলি সেই মুকুতাটী দিল
আনি শ্রীধরের হাতে,
বলিল মালিকে দিও তুমি যদি
দেখা হয় তার সাথে।
শ্রীধর আপন মুকুতার মালা
যতনে বাহির করি,
দেখিল তাহার একটী মুকুতা
কেমনে গিয়াছে পড়ি।

পুলকে সাধুর হাত দুটী ধরি
কাঁদিয়া বলিল ভাই,
মালিকের তুমি করিয়াছ খোঁজ
তব অসাধ্য নাই।
এ মুকুতা হার ও পরের জিনিষ,
নাম তার আছে লেখা,
ধর সখা ধর, ফিরে দিও তাঁরে
যদি পাও তাঁর দেখা।
রাখি মালাগাছি হরষে শ্রীধর
চলে গেল নিজ কাজে,
সন্ধানী হাতে সঁপিয়াছে মালা
তৃপ্তি যে হিয়া মাঝে।
জানিনা ক আমি কি করিল সাধু
লয়ে মুকুতার মালা,
হয়েছে সেখানে গ্রামজুড়ি এক
পশু চিকিৎসা শালা।

মূক প্রাণীদের যতন করিতে
রোগে ঔষধ দিতে,
ব্রহ্মচারীরা মগ্ন সেথায়
সদা আনন্দ চিতে।
দেব বলে বলী আছে সাধু দুটী
শুনেছি তাদের কথা
পীড়িত পশুরে কোল দেয় যবে
জুড়াইয়া যায় ব্যথা,
সাঁজে দুইজনে বসে যোগাসনে
স্মরিয়া জীবের জ্বালা,
মালিকের পদে ফিরে দেয় আঁখি
দ্রব মুকুতার মালা।

মারণ ।



নহে সে রূপসী মুখ চোক খাসা রঙটী তাহার কালো
কুৎসিত বলি বেহারী তাহার প্রিয়ারে বাসেনা ভাল ।
লয়না তাহার যতন আদর, দেখেনা তাহারে চোখে
নিকটে আসিলে নিজে চলে যায়, তাড়াইয়া দেয় বকে
নহে বেহারীর স্বভাব ত ভাল বিষম স্বেচ্ছাচারী
বালিকা পত্নী তাহার উপরি হল আক্রোশ ভারী ।
মূর্খ সে তার খেয়াল উঠিল যতই হউক ক্ষতি,
কুরূপা সতীর হাত হতে ঠিক লভিবে অব্যাহতি ।

গোপনে গেল সে জনেক বৃদ্ধা হাড়ির ঝিএর কাছে
শুনেছে তাহার তন্ত্র মন্ত্র টাটকা টোটকা আছে ।
জানে সে মারণ উচাটন কত বশীকরণের টিপ্
শুনেছে কেবল মৃদু ফুৎকারে জ্বালাইতে পারে দীপ্ ।

পাঁচটী মুদ্রা ফুরান হইল গোপনে তাহার সাথে,
'মারণ' করিয়া মারিবে বধূরে অমাবস্যার রাতে।
দুই দিন ধরি হইবে সাধন গোপনে অগ্নি জ্বালি
বেহারী কেবল নিকটে তাহার বসিয়া রহিবে খালি।

গভীর নিশীথে জ্বলিল বহ্নি বিজন নদীর তীরে
হাড়িনী তাহার রুক্ষ জটায় তুলিয়া বাঁধিল শিরে।
নিবিড় সিঁদূর কপালে লেপিয়া, বিকট মন্ত্র হাঁকি,
সাক্ষী করিল আকাশ পাতাল চন্দ্র সূর্য্যে ডাকি।
নিরীহ অবলা বালিকা বধিব শুন কামাখ্যা মায়ি,
আমি নির্দ্দোষী, রহ মা সাক্ষী, সোয়ামী তাহার দায়ী।
সিঁদূরে রমণী মূর্ত্তি আঁকিয়া ফিরিয়া আসিল ঘরে
বেহারী সেদিন শিহরি' উঠিল স্বপনে দারুণ ডরে।

পরদিন রাতে আবার বেহারী আসিল নদীর কূলে
আজিকে তাহার কি যেন আঘাত লাগিছে মরমমূলে,
গঙ্গামাটীর মূর্ত্তি গড়িয়া, হাড়িনী বলিল আমি,
বধিব ইহারে আমি নির্দ্দোষী ক্ষম অন্তরযামী।
বেহারীর পানে চাহিয়া বলিল এই বিল্বের কাঁটা,
পুতুলের গায়ে ফুটালে তোমার ঘুচিবে সকল লেটা

বেহারী ব্যাকুল বলে কাজ নাই, টাকা লও দাও ছাড়ি
দুখিনী আমার থাকুক ঘরেতে কাজ কি তাহারে মারি।
হাড়ী ঝি তখন রুষিয়া বলিল উর্দ্ধে তুলিয়া আঁখি.
চামুণ্ডারে কি ফিরাইতে পারি এতদূরে আনি ডাকি ?
ফুটাইব আমি, ফুটাইব কাঁটা, এই পুতুলের গলে,
তখনি বেহারী কাঁদিয়া পড়িল তাহার চরণ তলে।
রক্ষা কর মা সে অভাগী মোর পরাণের চেয়ে প্রিয়,
আমার সাথেতে সুখে সংসার করিতে তাহারে দিও।
হাড়ী ঝি বলিল (টাকা কটী তুলি কৌটার মাঝে থুয়ে,)
তবে সে শুনিব শপথ করহ তিনবার এই ভুঁয়ে।

ভালবাসি তারে ভালবাসি আমি, ভালবাসি তারে বড়
এবারের মত ফের চামুণ্ডা একবার দয়া কর।
কাঁদিল বেহারী হাড়িনী তখন আপন বক্ষ ছিঁড়ে
সদ্য শোণিত তিন ফোঁটা দিল অনলকুণ্ডে ধীরে।
চামুণ্ডা যান হইয়া শান্ত, বেহারী ফিরিল ঘরে,
সুখে সংসার করে দুইজন গলাগলি বধূবরে।
বধূরে দেখিলে এখনো হাড়ী ঝি বলে আমি দোষী মূলে,
'বশীকরণে'র মন্ত্র বলেছি 'মারণের' কথা ভুলে।

স্বপ্নের মূল্য।



ভাবছি হোতা করবো দালান বেলগাছটী কাটি,
ঠাকুর দালান গেছে উহার শিকড় লেগে ফাটি।
ইন্দারাটা অচল হল, ঝরা পাতায় তার
আটাভরা ছোট বেলের কিসের উপকার।
ডাল পড়িয়া ভেঙ্গে গেছে ডালিয়াটার লতা,
এবার আমি কাটবো ও গাছ শুনব না ক কথা।
মাতা আসি বলেন বাবা নাইকি তোমার জানা,
পূর্ব্ব পুরুষ হতে ও গাছ কাটতে আছে মানা।
মাতামহের মাতামহী স্বপ্নে আদেশ পান,
ওই গাছেতে হয়েছে যে শিবের অধিষ্ঠান।
ডালে ডালে আছে উহার শিবের ত্রিশূল গাড়া
অভিশাপে পড়বে দেবের কাটবে ও গাছ যারা।
হলই না ক গাছটী কাটা মায়ের ভয়ে আর
রইল অটুট শিবের বসত কথায় শুধু তাঁর।

বিশ সালেতে হ'ল যখন সর্ব্বনেশে বান
ধুয়ে মুছে নিয়ে গেল ঘর বাড়ী ও ধান ।
ঝড়ে ভেঙ্গে উপ্‌ড়ে দিলে, করলে সবই চূর
একটা গাছে নাইক পাতা ফলের কথা দূর ।
বেলে ভরা ছিল তখন এই গাছটী শুধু,
কাঁচা ফল ও লাগতো যেন মধুর চেয়ে মধু ।
সে দুর্দ্দিনে সারা গ্রামের গরীব দুখী দল,
প্রাণ বাঁচালে সিদ্ধ করে খেয়ে ইহার ফল ।
তার পরেতে হ'ল খোকার দারুণ আমাশয়
চিকিৎসকে জবাব দিলে, বাঁচার কথা নয় ।
ঐ গাছেরি বেলপোড়া সে খেয়ে দু' মাস পর
মুক্ত হ'ল দারুণ রোগে উজল হ'ল ঘর ।
মাতামহের মাতামহী সত্য আদেশ পান
ঐ গাছেতে বটেই বটে শিবের অধিষ্ঠান ।

বাদলা দিনে দেখছি ভোরে একটী শাখা তার,
হঠাৎ যেন হয়ে গেছে পুড়েই ছারে খার ।
ধরলে বুঝি বাজের শিখা বৃক্ষ পাতি' কর,
নইলে আহা পুড়ে যে'ত নীচের গোয়াল ঘর ।
হয়ত গোধন নষ্ট হ'ত কতই হ'ত পাপ
পেতে হ'ত হয়ত আমায় দারুণ অভিশাপ ।

মাতামহের মাতামহী তাই গিয়াছে বলে
শিবের ত্রিশূল আছে গাড়া উহার প্রতি ডালে ॥
স্বপ্ন তোমার সত্য হ'ল যুগ যুগান্ত বহি
আমার প্রণাম লওগো মাতামহের মাতামহী

নির্ব্বাসিত ।

.:.:.

হ'য়েছিল বহুদিন আমাদের গোয়ালেতে
গোটা দুই কুকুরের ছানা,
কেঁউ কেঁউ ভেক্ ভেকে দেক করে তুলেছিল
ঝালা পালা সারা বাড়ী খানা।
রাখাল নিমাইচাঁদ আলসের শিরোমণি
তাড়াইয়া দিতে বলা হলে,
তাড়নো দূরের কথা দুছড়া ঘুঙ্গুর আনি
বেঁধে দিল তাহাদের গলে।
কুকুর বেড়াল দেখে তেড়ে যায় ছানা দুটা
পুলকের সীমা নাহি আর,
নিমাই নিয়ত বলে এ রকম তেজী ছানা
দুনিয়ায় খুঁজে মেলা ভার।

একদিন ছানাহুটা খোলা পেয়ে গৃহ দ্বার
ঘরে ঢুকে খাইতেছে মুড়ি,
হতভাগা নিমায়েরে দেওয়া গেল ঘা কতক
ফেলা গেল সব হাঁড়ি কুড়ি।
দিনু মেরে তাড়াইয়া পরদিন; ছানা হুটা
বসে আছে উঠানেতে আসি,
পৌষমাস কোন জীব নাহি বাবু তাড়াইতে
নিমাই বলিল মৃদু হাসি।
আবার মাসেক পরে ঢুকিয়া হেঁসেল ঘরে
আজিকে দিয়াছে ছুঁয়ে হাঁড়ি,
এইরূপ দিন দিন উপদ্রব নিরন্তর
কেমনে সহিতে বল পারি ?
ডাকিয়া অপর লোক বলিলাম ছানা হুটা
দিয়ে এসো নদী পার করে।
ভিন গাঁয়ে চলে যাক দেখো যেন আসেনা ক
পুনরায় এ বাড়ীতে ফিরে।
তিন দিন পরে দেখি একটা কুকুর কৃশ
নদী পারে দাঁড়াইয়া হায়,
চাহিয়া আমার পানে ডাকিছে কাতর স্বরে
ল্যাজ নাড়ে ফ্যাল ফ্যাল চায়।

সে যেন বলিছে আহা   করেছি বড়ই দোষ
দয়া করে দাও মোরে যেতে,
দেখ মোর ভাইটীরে   শেয়ালেতে লয়ে গেছে
তিন দিন পাই নাই খেতে।
তার সেই চাহনীতে   কি যে কাতরতা মাখা,
কি যে দীনভাব তার মুখে,
আপনার ব্যবহারে   আপনি পাইনু লাজ
বেদনা পাইনু বড় বুকে।
ও পারেতে গিয়া আমি   বুলালাম গায়ে হাত
পুলকেতে ল্যাজ মুখ নাড়ে,
রসনার ভাষা হায়   কতটুকু বলে আর
আধা তার প্রকাশিতে নারে।
সোহাগেতে কোলে করি   পার করি আনিলাম
বাঁচিল সে ঘরে ফিরে আসি,
নির্ব্বাসনে দুই দিন   সহিয়াছে বহু ক্লেশ
তারে তাই বড় ভালবাসি।

নিমাই আদর করে বলে তারে বারবার
কোথা গিয়াছিলি বোকা ছেলে,
তাড়ালে কি যেতে আছে এই দেখ কোনখানে
ঘুঙুর ছড়াটা এলি ফেলে।
করিলাম বহু খোঁজ সে ছানাটী মিলিলনা
শিয়ালে লয়েছে বলে লোকে,
নিরদয় ব্যবহার করেছি তাহার প্রতি
স্মরি আজ জল আসে চোখে।

সুখী।



ভাগ্যবন্ত মণ্ডলেরা—লক্ষ্মী বাঁধা ঘরটীতে
তাদের কাছে নাইক প্রভেদ আপন এবং পরটীতে।
গোলাতে আর ধান ধরে না, নেয় না ফসল বন্যাতে
ভবন ভরা ফুল্ল কমল পুত্র এবং কন্যাতে।
পুষ্ট তাদের গোধনগুলি, তুষ্ট তাদের দাস দাসী,
বাগ্দেবী নন বিমুখ তবু অধিক প্রিয় চাষ বাসই।
শোকের ছায়া কচিৎ পড়ে, পলায় যে রোগ সত্বরে,
শান্তি এবং সুখটা যেন তাদের নিয়েই ব্যস্ত রে।
গ্রামের গরিব দুঃখীরা সব তাঁহার পরম আত্মীয়,
কেউ বা খুড়া, কেউ বা দাদা, সবাই সুহৃদ সব প্রিয়।
তীর্থ ভাবেন বাস্তু ভিটায়, বলেন করে জোর ভারি,
লক্ষ দ্বিজের চরণধূলা পড়েছিল মোর বাড়ী।
যখন দেখি এই মাদুলী সেই রজেতে পূর্ণিত
গর্ব্ব এবং গৌরবে হয় সব দীনতা চূর্ণিত।

গ্রামে জনেক আত্মীয় তাঁর কপট এবং হিংসুটে
অন্তরে তাঁর শত্রু চির, পরোক্ষেতে রয় ফুটে।
নিত্য ভাবে রাত্রি ধরে চঞ্চলা কয় লক্ষ্মীরে,
ওই বাড়ীতে অচল যেন ত্যজে পেচক পক্ষীরে।
সুখের উপর সুখ দিতে যান দুখীর কেহ নন হরি,
পুষ্প ভরা ওদের তরু আমার শুকায় মঞ্জরী।
বিধিরে হায় দেখতে পেলে বারেক তাঁরে জিজ্ঞাসি,
কেমনতর বিধান তাঁহার, বিচার তাঁহার কোনদেশী

রাতের আঁধার যায় নি তখন—একটী দিবস প্রত্যুষে,
রক্ত বরণ সন্ন্যাসী এক স্বপ্নে তাঁরে কন রুষে।
বুঝবি কি তুই এই ভবনের গৃহস্বামীর পুণ্যরে,
হিংসা ক'রে হায় পাতকী হস্ বা কেন ক্ষুণ্ণ রে।
শৈশবে সে ক্ষুদ্র কীটও চরণ দিয়ে দলতো না,
কাহার প্রতি কঠোর কঠিন ভীতির বাণী বলতো না।
কর্দ্দমেতে মগ্নপদ ভ্রমরটীরে প্রাণ দিত,
বৎসে এনে গাভীর কাছে করতো তারে নন্দিত।
লতার ছোট পত্রটীও তুলত না সে হস্তেতে,
শীতার্ত্ত হায় কুকুর বিড়াল আচ্ছাদিত বস্ত্রেতে।

কৌতুকেও ক'রত না সে বালককেও শঙ্কিত
চিহ্নটীও তরুর গায়ে ক'রতোনা ক অঙ্কিত।
ক্ষুদ্র তাহার গোপন দানের জানতো খবর ঈশ্বরই
মত্ত হ'ত হরির নামে সকল বেদন বিস্মরি।
নিজের দুখও ভুলতো সে যে দুখীর দুখ চিন্তাতে
বিমুখ ছিল যাবৎ জীবন হিংসা পরনিন্দাতে।
দুঃখ সে যে দেয়নি কারে, দুঃখ পাবে কার লাগি,
বৃথায় তাহার হিংসা ক'রে হস্‌নি ভীষণ পাপভাগী।
দুর্ব্বলেরি বন্ধু যে জন, জীবকে যাহার যত্ন রে
আন্‌বে কুবের মাথায় করে তাহার লাগি রত্ন রে
রক্ষী তাহার মধুসূদন, লক্ষ্মী তাহার ভাণ্ডারী
লগ্ন ঘাটে মুক্তি তরী, স্বয়ং হরি কাণ্ডারী।

হরিদাস :

অকপট শুধু হৃদিখানি তার
আর কোণো গুণ নাই,
দাঁড়ালে বসেনা বসিলে ঝিমোয়
আলসের সেরা ভাই।
নাহি কাজ তার অবসরও নাই
সদা চিন্তায় রত,
দার্শনিক কি মহাকবি নয়,
ঠিক পাগলের মত।
বামুনের ছেলে পূজা করিতেও
ডাকে না তাহারে লোকে,
জানেনা মন্ত্র আসন শুদ্ধি,
কাঁদে মন্দিরে ঢুকে।

উলটি চক্ষু করে হরিনাম
দেখে লাগে শুধু হাসি,
চোখের জলটী যাতে তাতে আসে
বড়ই মিষ্টভাষী।
ছুতা নাতা ধরি কহাতাম কথা
ডাকিতাম তারে ঠেলি,
বলিত 'পাগল ফুলের মালাটা
উল ঢাল ক'রে দিলি।'
বলিতাম যবে কই মালা কই
তুমি ত রয়েছ বসে,
ফ্যাল ফ্যাল করি চাহিত সে শুধু
আঁখি যেত জলে ভেসে।
তারপর হায় দেখেছিনু তারে
করছি চাকুরী যবে,
এসেছিল হেতা বয়স তখন
চল্লিশ পার হবে।
তখন তাহার বেড়েছে খেপামি
সদাই আঙুল নড়ে,
বেড়েছে কান্না আনমনা ভাব
বাড়িয়াছে হরে' 'হরে।'

একদিন প্রাতে ঘুমাইছে পড়ি,
আমি উঠালেম তারে,
চমকি উঠিয়া চাহি মোর পানে
কাঁদে দর দর ধারে।
বলে আহা কেন ভাঙ্গাইলে ঘুম
পূজা শেষ নাহি হলো,
আরতি যে বাকি নিভাইয়া দিলে
পঞ্চদীপের আলো।
বলে আর কাঁদে হেরি কাতরতা
মোরও চোখে এলো জল,
জড়াইয়া গলা ফুঁপায়ে ফুঁপায়ে
কাঁদিল সে অবিরল।
বলিল কাতরে বড় ব্যাথা ভাই
আজিকে পেয়েছি মনে,
দাও তুমি মোরে শুধু রেল ভাড়া
যাইব বৃন্দাবনে।
যাবার খরচ পাইলেই হ'ল
আসিবার নাহি চাই
হেরি তার ভাব জোগাড় করিয়া
তখনি দিলাম ভাই।

শুনিলাম পরে, দুরু দুরু বুকে
ঢুকিতে বৃন্দাবনে
ভাবেতে বিভোর মূর্চ্ছায় লুটি'
পড়েছিল খণে খণে।
মন্দিরে ঢুকি পুলক ব্যাকুল
প্রাণ মন চোখে আনি,
দেখেছিল তার ধ্যানের মূরতি
যুগল প্রতিমাখানি।
বিস্ফারি আঁখি মদনমোহনে
দেখিতে দেখিতে হায়,
ঢালি দিল প্রাণ শ্রীহরির পদে
দেবতার আঙিনায়।
হে পূজ্য সখা যে আরতি তব
হয়নি জীবনে শেষ,
প্রাণ দিয়া তাহা সাঙ্গ করিতে
ছেড়ে গেলে বুঝি দেশ,
চোখোচোখি হলে আসিতে নারিবে
হরি রাখিবেন ধরি,
তাই বুঝি সাথে লয়ে নাহি গেলে
দেশে ফিরিবার কড়ি ?

পূজাঞ্জলি।

গ্রাম হতে দূর পূর্ব্ব পাড়ায়
ছোট ঘরখানি তার,
সংসারে এক কন্যা কেবল
কোনও কেহ নাহি আর।
মা মরা বালিকা বড় আদরের
জননীর স্মৃতিকণা,
গ্রামের সকলে কোলে পিঠে করে
ভালবাসে সব জানা।
ব্রাহ্মণ সদা থাকে উদাসীন
বলেনা কোনই কথা
মুড়াইয়া খাওয়া কাঞ্চন তরু
মেলে নাক কচি পাতা।

আহ্নিক পূজা তাই লয়ে থাকে,
সদা করে হরিনাম,
সব স্নেহমায়া টানিয়া লয়েছে
বিগ্রহ রাধাশ্যাম।
দশ বছরের রূপসী বালিকা
অকালেতে গেল মরি,
গ্রামের সকলে কাঁদিয়া আকুল
ফেরে হায় হায় করি।
ব্রাহ্মণ অতি কঠিন হৃদয়
নয়নে নাহিক জল,
শুধু জোরে জোরে দুই তিনবার
বলে বল হরি বল।
রাধাশ্যাম পানে চাহি বলে হাসি
হে ঠাকুর এত দিন
ভাবিতাম আমি, বড়ই গরিব
সত্যই অতি দীন।
আজিকে বুঝিনু আমিও নেহাৎ
নহি ত ভাগ্যহত,
আমারও আছিল একটা জিনিষ
তোমার নেবার মত।

৬

শরশয্যা ।



সে দিন উত্তরায়ণ উজানির মহোৎসব মেলা
স্নানযাত্রী পরিপূর্ণ অজয়ের সান্দ্র শুভ্র বেলা।
কেহ পুণ্যস্নানে রত, কেহ লক্ষ মন্ত্র করে জপ,
অদূরে সজ্জিত বীথি, মধ্যে ওই নীল চন্দ্রাতপ।
অসংখ্য বিপণি শ্রেণী, আমোদের প্রমোদের হাট,
কর্ম্ম ও ভক্তির যোগে মৌন ও মুখর নদী ঘাট।
এসেছে সন্ন্যাসী এক, খর শরশয্যা পরে লীন,
ভীতিময় প্রিয় খট্টা তাহাতেই যাপে নিশিদিন
কতবার অতর্কিতে ছিন্ন রুধিরাক্ত হয় তনু,
কি কঠিন উদাসীন, তাতে ও যন্ত্রণা নাহি অণু।
কেহ বলে হে ঠাকুর হয় নাই এখনো অভ্যাস,
শরীরে যন্ত্রণা দিয়া ভগবানে লভিতে বিশ্বাস ?

সুন্দর মধুর নিশা জ্যোৎস্নায় ধৌত নদীধার,
মাঘের প্রশান্ত হিমে তীব্র কঠোরতা নাহি আর।
গেলাম উদাস মনে সন্ন্যাসী বসিয়া আছে যথা,
কি প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিনু তাঁর পূর্ব্ব আশ্রমের কথা।
হাসিয়া বলেন সাধু এই গ্রামে ছিল মোর বাস,
পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে লয়েছিনু প্রথম সন্ন্যাস।
প্রাচীন পতনোন্মুখ ও অশথ সে ভিটার চিনা
ছিলাম দুর্দ্দান্ত বড় শুনিয়া করিবে জানি ঘৃণা।
চপল বাল্যের মোহে করেছি নির্দ্দয় ক্রীড়া কত,
আজি তাহা বিঁধিতেছে পরাণে শতেক শল্য মত।
বধিয়াছি খরশরে বিহগ বিহগী নানা জাতি,
অব্যর্থ লক্ষ্যের জন্য ছিল মোর বিপুল সুখ্যাতি।
সন্ন্যাস লইনু যবে তখন হয়েছে সর্ব্বনাশ,
সন্তপ্ত গেলাম এক বৃদ্ধ বৌদ্ধ শ্রমণের পাশ।
পঞ্চদর্শ বর্ষ রহি সুশীতল তাঁর ছায়া তলে
ধৌত করিলাম পদ অনুতাপ বিগলিত জলে।
তবু মিলিল না শান্তি, কি কঠোর মৌন অভিশাপ!
শ্রমণ বলেন বৎস করিয়াছ তুমি মহাপাপ।
নিরীহ প্রাণীর প্রাণ হেলায় লয়েছ তুমি হরি'
ভোগ বিনা কর্ম্মফল যাবেনা যে যুগ যুগ ধরি।

ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান তস্করের মত নিলে কাড়ি
অসীম যন্ত্রণা দিয়া, প্রতিফল পেতে হবে তারি।
শরের ফলক দিয়া রচ তুমি শয্যা সুকঠিন
পাপের স্মারক ব্যথা যন্ত্রণায় যাপ নিশিদিন।
বহি এ কলঙ্কখট্টা প্রদক্ষিণ কর দীর্ঘকাল,
কাটিলে কাটিতে পারে জীব হিংসা কলুষের জাল।
যখন দেখিবে তুমি শঙ্কাহীন বিহঙ্গের দল
আসিবে তোমারে ঘিরি, করিবে মধুর কলকল।
তোমার বুকের পরে, কপোত লুকাবে আসি মুখ,
জীর্ণপক্ষ হরিয়াল জানাইবে মরমের দুখ।
শ্রান্ত সে টুন্‌টুনি আসি, কমণ্ডলু হতে পিবে জল,
বালহংস স্নানকালে তোমারে ঘিরিবে দলে দল।
তখন বুঝিবে তুমি, মহাপাপ হইয়াছে শেষ,
লভিবে বুদ্ধের দয়া, সার্থক জীবন ব্যাপি ক্লেশ।
সে অবধি ঘুরিতেছি এই তীব্র খট্টা মোর সাথী,
অবসন্ন খিন্ন তনু, পলে পলে ছিন্ন দিবারাতি।
তবু সদা মনে হয়, যে যন্ত্রণা দিয়াছি অপার.
পরিশোধ কণামাত্র এখনও হয় নাই তার।
ছিন্ন দেহ হতে মোর ঝরে যবে রুধিরের ধারা,
ঘৃণা হয়, মনে পড়ে প্রথম সে 'টিটিভেরে' মারা।

বলিতে বলিতে বৃদ্ধ করুণায় ছল ছল আঁখি
যুগল কমল করে আঁখিজল রুধিলেন ঢাকি।
আমি ভাবিলাম একি, মহাপ্রেমে পূর্ণ এ হৃদয়,
উপরে কর্কশ রূঢ়, স্নেহমায়া হীন মনে হয়।
জীবেরে যন্ত্রণা দিয়া বাল্যের সে অজ্ঞানতা ভরে
বৃদ্ধ তার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে শরশয্যা পরে।
প্রাণ লয়ে খেলা করি, হেলায় স্বেচ্ছায় বধি প্রাণী
মোরা তাঁরে নিন্দা করি, ভণ্ড বলি, হীন প্রাজ্ঞজ্ঞানী !

বিনিময়।



কাশী নরেশের কুমার দেখিবে আজি বৈশালী বিশাল পুরী,
উল্লাসে সুখে মজ্জিত যেন; সজ্জিত শোভা নগর জুড়ি।
পথে পথে শ্যাম নবীন তোরণ, আম্রের শাখা কনক ঘটে
পুর নারীগণ করে বন্দনা, বলে এ মূর্ত্তি দেখার বটে।

(২)

সকল ভবনে বিপুল সজ্জা, একটী ভবনে আঁধার রাশি,
হেতা কি পশেনি আলোক তুফান, জমেছে লজ্জা, বিষাদ রাশি,
এই ভবনেরি গৌরব ওই নব যুবরাজ পরের ছেলে,
ত্রিতল ভবন, ধন আভরণ, বিনিময়ে পিতা অনেক পেলে।

(৩)

স্বর্ণ না থাক্ পর্ণকুটীরে ছিল যে শান্তি ইন্দুমুখে,
বক্ষে মুকুতা, দুঃখ কি ছিল ভীম দারিদ্র সিন্ধুবুকে।
আজিকে ফোটেনা সুরভি কুসুম, ললিত লতিকা শুষ্ক জানি
ফুল ফুরায়েছে, কি হবে লইয়া বৃথা কনকের পুষ্পদানি।

(৪)

ওই যুবরাজ থমকি দাড়ায়, ওই যে চাহিল উর্দ্ধপানে,
ওই কে রমণী আশীষ করিল, নয়নের জলে দূর্ব্বাধানে।
গেল যুবরাজ, নগর হেরিয়া, ধুলি উড়াইয়া অশ্বখুরে
মূর্চ্ছিত হয়ে, পড়িল জননী, উচ্চ ত্রিতল হর্ম্ম্যচূড়ে।

ছেলের দায়ে।



বেনামীতে বিষয় ছিল চাইছে ফিরে আজ
ফিরে দিতে নয়কো রাজি মোটেই শচীরাজ
রাজের পিতা তার নামেতেই বেনামী যে খৎ,
চলবেনা ক সে কি মেনে ছেলের মতামত?
রমাপতি করলে নালিশ, মহল ফিরে চায়,
শচী তারে একেবারেই হাঁকিয়ে দিলে হায়।
জবাব দিলে, আমার মহল আমার বাপের ধন,
নাইক ইহার অধিকারী অপর কোন জন।
উমাপতি অবাক শুনে, কাণ্ড দেখে তার,
ভাবলে দেশে ধর্ম্মাধর্ম্ম রইলো না ক আর।'
পিতা উহার ছাড়বে কি গো এই মহলের লোভ
যাউক দেওয়া সাক্ষী মেনে, মিটুক মনের ক্ষোভ।
বিচার দিনে পালকীকরে এলেন মধুরাজ,
তনয় বুঝি পরিয়ে দেছে নামাবলীর সাজ।

হরিনামের মাল্য গলায়, তিলক পরিপাটী,
ভেক্ দেখিয়া মনে হলো, বলবে কথা খাঁটী।
উমাপতির উকীল তাঁরে বলেন মহাশয়
বৃদ্ধ হলেন করা উচিত ভগবানের ভয়;
বেনামীতে বিষয় ছিল নয়ক তব কেনা
ফাঁকা দলিল, দেননি টাকা, হয়নি লেনা দেনা।
সাক্ষী বলেন এ কথা ত সবাই জানে আজ,
হলপ করে বলবে কেন বৃদ্ধ মধুরাজ?
কোথায় শচী দাঁড়াও কাছে, পুত্র তুমি মোর,
সাজাতে চাও পিতায় তোমার ভদ্রবেশী চোর।
নরক থেকে তুলবে কোথা, ফেলছ তাতে নিয়ে
চাওগে ক্ষমা রমার কাছে বিষয় ফিরে দিয়ে।
পিতার হুকুম, ধরলে শচী রমাপতির কর,
বললে আমি বিষম দোষী ক্ষম অতঃপর।
তোমার বিষয় লওগে তুমি, বিদায় দেহ হেসে,
মাপ কর ভাই, সরল প্রাণে আমায় ভালবেসে।
বলেন রমা আজকে হতে তুমি আমার ভাই,
কে বলিল এই বিষয়ে তোমার দাবী নাই?
আধেক তোমার, আধেক আমার, তোমার ছিল যাহা,
আদালতে উঠলো ধ্বনি, সাবাস্! বাহা বাহা!

দুষ্কাল ২



এবার অকাল নহে, নহে মলমাস
মকরে প্রয়াগে গিয়া করিছেন বাস
ধনশালী জমিদার রায় মহাশয়,
লক্ষ টাকা চেয়ে যাঁর আয় কমি নয়।
সম্মান প্রচুর তাঁর সবাকার কাছে
বড় বড় গোটা দুই খেতাবও আছে।
'চিলীয়' দুর্ভিক্ষে তিনি দেছিলেন চাঁদা
তাঁরি নামে আদালত নীচে ঘাট বাঁধা।
কার্ত্তিক পূজার 'থাকা' সমারোহ তাঁর—
সহরের লোকেদেরও বটে দেখিবার।
প্রয়াগে সিনান করি মুড়ালেন মাথা,
দাঁস ধরি শুনিলেন কত ধর্ম্মকথা।

প্রণামী প্রচুর দিয়া, নিত্য বারো জন,
তৃপ্ত করি করালেন ব্রাহ্মণ ভোজন।
পাণ্ডা তাঁর হৃষ্ট মনে অর্থ পেয়ে হায়,
আসিল সুফল দিতে, আজি যে বিদায়।
গলেতে পরায়ে ডুরি, কপালে তিলক,
মন্ত্র পড়ি শিরে দিল পূত গঙ্গোদক।
আশীষ করিয়া বহু হাতে দিল গুয়া,
একি এ সুফল হায়, সুপারি যে ভুয়া।
বিস্মিত শঙ্কিত পাণ্ডা কাঁপে তাঁর হাত,
ভাল গুয়া ভুয়া হল কেন অকস্মাৎ।
পাণ্ডা বলে, শক্তি আছে ভক্তি নাহি হায়
পঁহুছেনি পূজা নীলমাধবের পায়।
শুনি কেহ রাগে কেহ করে উপহাস
বাবু ফেলিলেন শুধু ব্যথিত নিশ্বাস।

ব্রহ্মশাপ।



হাজার মুদ্রা কর্জ্জ করিয়া
দিলেনাক শোধ অর্থ।
আদালতে গেল হারি ব্রাহ্মণ
খরচ হইল ব্যর্থ।
খাতক, সাক্ষী,—উভয় সমান
দেনা লেনা কই হল না প্রমাণ,
বাতিল হইয়া গেল খত খান,
বর্ত্ত হল না সর্ত্ত।

(২)

আপীলে আজিকে লভিয়া ডিক্রি
স্থদ ও খরচ শুদ্ধ,
খাতকে তাহার নিকটে ডাকিয়া
বলে ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ।
সত্যের জয়ে লভিনু হরষ,
তোর পাপটাকা করিনে পরশ,
শুধু আমি তোর স্বরগের পথ
করে দেব অবরুদ্ধ।

(৩)

পাপিষ্ঠ তুই মিথ্যা সাক্ষ্যে
জীবন করিলি নষ্ট,
মরণেতে তুই পাবিনে গঙ্গা
বলিয়া দিতেছি পষ্ট।
উকীল আমালা আদালত ভরি
শুনি অভিশাপ হেসে গড়াগড়ি,
বুঝিল, খাতক সহজে সহিবে
শাপের এ লঘু কষ্ট।

(৪)

অর্থের দায় রেহাই পাইয়া
অন্তরে পাপী তুষ্ট,
ভালই হ'ল যে নিলেনা অর্থ
হয়ে ব্রাহ্মণ রুষ্ট।
গঙ্গা না মেলে ক্ষতি নাহি তায়
পেলে সে মুক্তি অর্থের দায়,
তবু ভাণ করে টাকা দিতে চায়
কাঁদে ছল করে দুষ্ট।

(৫)

বয়স যখন পড়িতে লাগিল
শিথিল হইল চর্ম্ম,
নিশিতে দারুণ পীড়িতে লাগিল
অতীতের দুষ্কর্ম্ম।
পাব না গঙ্গা পাব নাক আমি,
শুধু বারবার বলে দিবাযামি,
আজি যেন শত বিষ-বৃশ্চিকে
বিঁধিছে তাহার মর্ম্ম।

(৬)

জনে জনে ডাকি বলে শুন্‌ ভাই
মোর মরণের অন্তে,
গঙ্গার জলে দিয়ো দেহখান্‌
মাগি তৃণ কাটি দন্তে।
বলে সবে' 'ত্যজ বৃথা হা হুতাশ
দিব গঙ্গায় দিনু আশ্বাস
দুই ক্রোশ দূরে বহে জাহ্নবী
কোনো বাধা নাই পন্থে।'

(৭)

বৃদ্ধ তাহার পূর্ব্বের ঋণ
শোধ করে দিল তীর্থে,
করিল সে দান সুদের অর্থ
দেবতা পিতৃ কৃত্যে।
তবু সেদিনের ভীম অভিশাপ
হৃদয় মাঝারে দিয়েছে যে ছাপ,
মোছেনা কিছুতে রয়ে রয়ে শুধু
অনিবার জাগে চিত্তে।

(৮)

যেদিন তাহার মরণ হইল
সচকিত শ্বাসভঙ্গে,
তখন অজয় প্রলয় প্লাবনে
নৃত্য করিছে রঙ্গে।
ব্যস্ত সবাই লয়ে নিজ প্রাণ,
ভাসাইল জলে মৃতদেহখান,
জানিনে তাহার হল কি না দেখা
জাহ্নবী ধারা সঙ্গে।

একটী টাকা ।



তিন বছরের দামাল বালক
টাকা লাগায়েছে গলে,
নড়েনা সরেনা কি হল কি হল
কাঁদে আর সবে বলে ।
কেহ যায় আহা বাহির করিতে
গলায় আঙুল দিয়া,
কেহ তাড়াতাড়ি ছুটিতে ছুটিতে
ডাক্তর ডাকে গিয়া ।
হয় শ্বাসরোধ, দারুণ যাতনা
রবে কতখণ ধরি,
দেখিতে দেখিতে ত্যজিল পরাণ
ছেলে ছটফট্ করে ।
ডাক্তর আসি মৃত দেহ হতে
বাহির করিল টাকা,
পিতা চেয়ে দেখে, গায়েতে তাহার
ঈষৎ সিঁদুর মাখা ।

দেখে উল্টায়ে পিঠেতে তাহার
মোছা ত্রিশূলের দাগ,
শিরে কর হানি, বল্লে ওরে টাকা
আবার নিয়েছ লাগ।
যেখানে সেখানে আমার লাগিয়া
ঘুরিতেছ দিনরাত,
বুঝিতে পারিনে গ্রহের ডেঙ্গস
কখন ছাড়িবি সাথ।
জনম ভরিয়া যন্ত্রণা দিয়া
মিটিলনা তোর আশ,
যেমনেতে হ'ক করিবি করিবি
পাপীর বংশনাশ।
দারুণ শোকের প্রলাপ কাহিনী
শুনি ডাক্তর কয়
বুঝিতে পারিনে কি বলিছ তুমি
টাকাটীর পরিচয়।
শোকাতুর পিতা বলিতে লাগিল
অতি নিদারুণ কথা,
মনে হলে মোর শরীর শিহরে
বুকে বাজে বড় ব্যথা।

পিতামহ কাছে শুনিয়াছি তাঁর
পিতামহ ছিল ঠগী,
সাজিত সে কভু ধনী জমিদার
কভু সন্ন্যাসী যোগী।
কণ্ঠেতে হায় টিপিয়া এ টাকা
গামছা জড়ায়ে টানি,
পথে প্রান্তরে বধিয়াছে হায়
কত যে নিরীহ প্রাণী।
কত ধনবানে, কত অতিথিরে
কত ভাবে নিরবধি,
দিবসে নিশিতে করিয়াছে 'ঘাল'
সজোরে কণ্ঠরুধি।
ঘসা ঘসা এই ত্রিশূলের দাগ
সিঁদুর মাখানো টাকা,
গায়েতে ইহার কত কণ্ঠের
মরণের স্বর মাখা।
রুদ্ধ প্রাণের কাতরকাহিনী
অপূর্ণ শত আশা,
যুগ যুগ ধরি ইহার বুকেতে
বাঁধিয়াছে হায় বাসা।

শ্বাসরুদ্ধের নিশ্বাস ছাড়া
তৃপ্তি উহার নাই,
ক্ষুধিত পরাণ আমার নিকট
আবার এসেছে তাই।
রাঙ্গা গামছার খুঁটে বাঁধি এরে
তামার ঘটীতে পুরি,
রেখে গিয়াছিল, সে বছর আমি
বাহির করিনু খুঁড়ি।
ভয়ে এই টাকা চালায়ে দিলাম
আগে মহাজন করে,
দেখছি আজিকে পাপের মুষল
ফিরিয়া এসেছে ঘরে।
কাল্ গরু বেচি পেয়েছিনু টাকা
রেখেছিনু ওইখানে,
মৃত্যু সায়ক আসিয়াছে পুন
তখন বল কে জানে?
যুগে যুগে পাপ ফল ভোগ করে
এ কথা বড়ই পাকা,
করিবে ধ্বংস পাপীর বংশ
পুষ্করা পাওয়া টাকা।

রঘু ।

‘নরজার’ ধারে বসে থাকে রঘু,
সঙ্গে দ্বাদশ সাথী,
‘মগন’ তাহার প্রিয় অনুচর,
তারি সাথে জাগে রাতি।
কত পাপ সে যে করেছে জীবনে
কত প্রাণ করি নাশ,
আনিয়াছে ঘরে কতই অর্থ,
মেটেনি অভাব, আশ।
এই বসেছিল, গভীর নিশিতে,
অশথের কালো ছায়ে,
দূরে একজন আসিছে কে দেখে,
‘রণপা’ জুড়িল পায়ে,

মাঠে মাঠে রঘু ছুটিল তখনি,
ঘুরে গেল তার পাছে,
মগন দাড়ালো পান্থ স্বমুখে,
মৃত্যু দাড়ালো কাছে।
এক ঘা লাঠীতে সেইখানে রঘু,
পথিকে করিল ঘাল,
দেখিল তাহার কিছু নাই কাছে।
শুধু আধঝুলি চাল,
বলিল দস্যু ছাড়ি নিশ্বাস
দূর, ঝকমারি কাম,
একমুঠা চাল্ করিলাম আজ,
একটা প্রাণের দাম।
বিরস বদনে ফিরে গিয়ে ঘরে,
কাটাইল নিশাভাগ,
জানিনে তাহার পাষাণহৃদয়ে,
পড়েছিল কিনা দাগ!
পরদিন পুন নরজায় আসি,
কাটাইল দিনমান,
একটী পথিক দেখিল না পথে,
নাহি গাড়ী একখান।

একে একে হায় দশদিন যায়,
কিছুই মিলে না আর,
সংসার তার হইল অচল,
গৃহে ফেরা হ'ল ভার।
মাসেকের পর সুচতুর রঘু,
পরি কৌপীন ডোর,
কি জানি কি ভাবি 'নরজায়' গেল,
নিশি না হইতে ভোর।
বিভূতি মাখানো সুঠাম শরীর,
রক্ত তিলক ভালে,
সুমুখে বহ্নি, করেতে ত্রিশূল,
ব'সে আছে বাঘছালে।
সচকিতে হায় দেখিল অদূরে,
সজ্জিত বাজি রাজি,
বর্দ্ধমানের রাজ অধিরাজ
আসিছেন পথে আজি।
ধার্ম্মিক রাজা শুনেছেন বুঝি,
হত্যা হয়েছে দ্বিজ.
আসিছেন তাই শাসিতে ছুষ্টে,
লয়ে দলবল নিজ।

'নরজায়' আসি সৈন্যের দল,
খুঁজি নদীতীর বন,
কোনোখানে তারা কিছুতে পেলেনা
দস্যুর একজন।

দূত আসি এক জানালে রাজায়
দেখিলাম মহারাজ
বসে আছে মাঠে যুবা একজন
পরিয়া সাধুর সাজ।

মনে হয় মোর সেই সে দস্যু
সন্ন্যাসী কভু নয়।
লয়ে যেতে পারি এখনি তথায়,
প্রভুর হুকুম হয়।

হল আরক্ত নৃপতি নয়ন
শুনে সে দূতের কথা
শাসিতে দুষ্টে ছুটালেন ঘোড়া।
নিমেষে গেলেন তথা।

দেখিলেন সাধু ধেয়ানে মগন,
কোন দিকে নাহি চায়,
সুন্দর তনু কান্তভীষণ
নব জ্যোতি ফুরে গায়।

মোহিত নৃপতি, বুঝিলেন হায়
সাধু সাধারণ নয়।
অঙ্গ লাবনী দিতেছে তাঁহার
বিভূতির পরিচয়।
মৌনী তাপস কহিল না কথা,
নয়ন ভাসিছে নীরে,
চরণে ঢালিয়া মোহর শতেক
রাজা চলিলেন ফিরে।
রাজার সৈন্য একে একে যবে
গেল বহুদূরে চলি,
'রঘুর' ধেয়ান ভাঙ্গিল তখন
চাহিল নয়ন মেলি।
যামিনীতে চুপে গৃহিণীরে রঘু
অর্থ দিলেন আনি,
পত্নী তাহার পুলকে বিভল
মুখেতে সরে না বাণী।
সুধাইল হাসি কেন বল দেখি
হেন বৈরাগী সাজ,
পাষাণের বুকে প্রেমের তুফান
বয়ে গেল না কি আজ?

কাঁদিয়া বলিল রঘুবীর তারে
এ কোপীন তবু ভাণ,
এতেই এনেছি বুঝিস্ সোহাগী
মোহর একশো থান।
বিদায় আজিকে পাষাণ গলেছে
শোন গোয়ালার ঝি,
নকলে এ ভবে এত মিলে যদি
আসলে না জানি কি ?
এত বলি রঘু সেই সাধু সাজে
সেই মালা লয়ে গলে
তখনি একাকী ত্যজিল সে গৃহ
ভাসিয়া নয়ন জলে।
কোথা গেল রঘু, জানিল না কেহ
কেহই পেলে না দেখা,
একজন শুধু দেখেছিল তারে
যমুনার কূলে একা।

অভিমন্যু বধ।



সহরের শ্রেষ্ঠদল গাহিতে এসেছে গ্রামে,
শুনিতে সবারি বড় সাধ,
দক্ষিণা হইবে দিতে, দু'শ টাকা প্রতি রেতে,
যাতায়াত খাওয়া দাওয়া বাদ।
পাঁচ ক্রোশ দূর থেকে, এসেছে দেখিতে লোকে,
ছুটেছে যাত্রার বড় নাম,
দুই গ্রামে আড়াআড়ি, দুই গ্রামে বারোয়ারি,
অবিরত চলে ধূমধাম।
পালা 'অভিমন্যু বধ' নীরব নিস্পন্দ সব,
কথা নাই, গোল দূরে থাক্‌,
শুনে মন্ত্রমুগ্ধ প্রাণে, সাজে আর নাচে গানে,
একেবারে লাগায়েছে তাক।

অপূর্ব্ব অনিন্দ্যকান্তি, সত্য বলে হয় ভ্রান্তি,
অভিমন্যু আসরে দাঁড়ায়,
চারি দিকে আহা আহা, চারি দিকে বাহা বাহা
এ উহারে সাবাসি হারায় ।
শূরগণ আসে সাজি, রণবাদ্য উঠে বাজি,
দামামায় উঠে নব বোল,
থাম্ থাম্, চুপ্ চুপ্, ওই ওকি শুনা যায়,
কাদের শ্রবণ ভেদি রোল ।
'আগুণ' 'আগুণ' বলি, ছুটিয়া চলেছে লোক,
আধা অভিনয় যায় থামি,
মাথা হ'তে খুলি তাজ, খুলি পেসোয়াজ সাজ
অভিমন্যু সেই পথগামী ।
গরিবের ঘর জুড়ি, আগুণ লেগেছে মরি,
হবে বল কেবা আগুয়ান,
কচি ছেলে আছে ঘরে, কে আনে বাহির করে
রক্ষা তুমি কর ভগবান ।
ভীম অগ্নি শিখা হেরি, সবে যায় দূরে সরি,
অভিমন্যু ঢুকে গৃহমাঝ,
বালকেরে বুকে ধরি, আনিল বাহির করি,
গায়েতে দারুণ লাগে ঝাঁঝ ।

ছোটে অগ্নি লেলিহান, ঝলসিয়া দেহ খান,
বদন কমলে তবু হাসি,
ব্যাকুল জননীকোলে, সঁপিয়া দিলেক ছেলে,
দেবতার মত কাছে আসি।
অবসন্ন তবু হায়, এলায়ে পড়িয়া যায়,
দরিদ্রের প্রাঙ্গণ মাঝার,
ভাসি সবে আঁখিনীরে, দাঁড়ালো তাহারে ঘিরে,
পায়না যে সাড়া কোনো আর।
চারিদিকে নিদারুণ, বেদনার তীব্র ব্যথা,
চারিদিকে শুধু হায় হায়,
ধূসর আকাশ মূলে, ধীরে ধীরে পড়ে ঢুলে,
সপ্তমীর চাঁদ নিভে যায়।
হল না ক পালা সায়, অধিকারী মৃতপ্রায়,
দেশময় উঠিল যে শোক,
ওরে অভিমন্যু এলি, একি দাগা দিয়া গেলি,
কাঁদিয়া বলিছে সব লোক।
চাহি 'অধিকারী' পানে, বলে গ্রামবাসিগণে,
এত ব্যথা পরাণে কি সয়,
দেখালে যা মহাশয়, কভু ভুলিবার নয়,
বড় দল, বড় অভিনয়।

যাত্রার দলে।

গভীর রজনী একটা বেজেছে
লোকে ভরা আট্‌চালা,
চমকে আসর, সাজের জমকে,
জমিয়াছে বেশ পালা।
বাদ্যে ও গীতে মিশিয়া গিয়াছে,
পুলকে নীরব লোক,
যাত্রা দলের একটি ছেলের
ঢুলিয়া আসিছে চোখ।
ছোট ছেলে আহা হাঁটিয়া হাঁটিয়া
আসিয়াছে বহু দুর,
শরীর তাহার এলায়ে পড়িছে
জড়ায়ে আসিছে সুর।
ঘুমেতে নয়ন মুদিয়া আসিছে
আলু থালু তার সাজ,
ছোট প্রাণখানি ক্ষণিকের ছুটি
মাগিতেছে যেন আজ।

কোথায় আসর, সে যেন খুঁা
জননীর সেই কোল,
দীন কুটীরের কোমল বালিস
ঘুম পাড়ানিয়ে বোল।
তাড়াতাড়ি ওই উঠিয়া আবার
ধরিতে হতেছে গান,
অধিকারী পানে চাহিয়া তাহার
কাঁদিয়া উঠিছে প্রাণ।
আবার জড়ায়ে আসিছে নয়ন
টলিয়া পড়িছে তাজ,
সারা দেহখান ক্ষণিকের ছুটী
মাগিতেছে শুধু আজ।
হেরি বালকের সে কাতর ভাব,
নয়নে আসিল জল,
কি জানি কি ভাবি পলকে হইল
হৃদিখানা টলমল।
পারি বা না পারি করিতে হইবে
করিতে হইবে কাজ,
আদেশ তোমার কঠিন কঠোর
নির্দ্দয় নটরাজ।

পৌষ

পৌষ যে আমার যায় গো চলে
'বাঁউরি' এবং 'আগ্' দিয়ে,
ধানগুলিকে যাও গো রেখে
বেষ্টনী ও দাগ দিয়ে।
ফিরছি আজি যাত্রা গেয়ে,
নূতন গানের বায়না নিয়ে,
'বিজয়া' ওই দাড়িয়ে আছে
'বোধন' লাগি ভাগ নিয়ে।
বলতে গিয়ে হয় না বলা
কি কথা কই বিস্মরি।
'ইতি'র পরে নিতিই লিখি
নূতন করে 'শ্রীহরি'।
সূর্য্য আবার যায় গো সরে,
আসার আশার সাজটী পরে
'নান্দীমুখে'র মুখ দেখা যায়
হোমের ধূমের ফাঁক দিয়ে।

সম্পূর্ণ

কুমুদবাবুর অন্যান্য পুস্তক।

শতদল	(দ্বিতীয় সংস্করণ)	মূল্য চারি আনা।
বনতুলসী	ঐ (যন্ত্রস্থ)	মূল্য পাঁচ আনা।
একতারা	ঐ ঐ	মূল্য আট আনা।
উজানি	ঐ	মূল্য আট আনা।
বীথি:	বাঁধাই এক টাকা, আবাঁধা বার আনা।	
বনমল্লিকা	বাঁধাই এক টাকা।	
দ্বারাবতী	(নাটিকা)	মূল্য আট আনা।

কবিসম্রাট্ **রবীন্দ্রনাথ** লিখিয়াছেন :—

"মাসিক পত্রে আপনার যে কোনো কবিতা পড়িয়াছি তাতেই বিশেষ আনন্দ পাইয়াছি। আপনার কবিতা আমাদের বঙ্গসাহিত্যে চিরদিন অম্লান শোভায় বিরাজ করিবে।"

